



হুগলি গ্রামীন পুলিশ সূত্রে খবর, গত আগস্ট মাসে দাদপুর থানার মহেশ্বরপুর থেকে একটি বারো চাকার এলপি ট্রাক হাইজ্যাক হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩



বিপর্যয়ের পর পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটা দিন। এখনও বাঁকুড়ার হেতাগড়া গ্রামের দুই যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি তাদের পরিবার। ...বিস্তারিত পাতা ৫



এশিয়ান গেমসে ভারতের ১০০ মেডেল প্রাপ্তিতে সমগ্র ভারতীয় দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ...বিস্তারিত পাতা ৬



সাংবাদিক সম্মেলনে এসে এক গুচ্ছ বক্তব্য রাখলেন রোহিত শর্মা। কথার মধ্যে খানিক খোঁয়াশা রেখে জানানো, এখনও দল থেকে বাদ যাননি শুভমন গিলা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘বিপর্যয় নিয়েও কেন্দ্রের বঞ্চনা’, এক্স হ্যান্ডেলে উত্তরবঙ্গ বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রকে বিধলেন মমতা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ বিপর্যয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়া নিয়ে এ বার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে অভিযোগ করলেন বৈষম্যের। কেন সিকিমকে সাহায্য দেওয়া হল না, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। মমতা এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, “সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যা আমার সিকিমের ভাই বোনদের আঘাত করেছে, তেমন করাই এই বিপর্যয় আঘাত করেছে আমাদের দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের ভাই বোনদের উপরেও। পশ্চিমবঙ্গের ‘চিকেন নেক’ এলাকাও ভয়ানক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। যে রাতে হুড়াপান এসে আঘাত করেছে, সেই রাত থেকে আমি সাত দিন ২৪ ঘণ্টা এই নিয়ে কাজ করছি। মানুষকে বিধি প্রকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে জিটি-এ-কে মোটা ২৫ কোটি টাকা বিপর্যয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি দফতরের মন্ত্রী ও আইএএস অধিকারিকারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন ঘটনাস্থলে। আমরা সর্বদা ভারতীয় সেনা ও সিকিম সরকারকে সর্বতভাবে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। আমরা কাঁখে কাঁধ মিলিয়ে এই কাজ করব।” তিনি আরও লিখেছেন, “কিন্তু আমি আমাদের দার্জিলিং, কালিম্পং ও উত্তরবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ধরণ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছি। এত ভয়ানক বিপর্যয় ও মৃত্যুর পরে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ। আমরা সিকিমের পাশে আছি, কিন্তু আমরা এই দোদোদের বিরোধিতা করছি। বিপর্যয়ের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য চাই না, সাম্য চাই।”

ইডি’র দপ্তরে হাজিরা দিলেন না অভিষেকের বাবা-মা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ গত ৬ অক্টোবর ইডি-র তলব পেয়েও হাজিরা দেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দফতরে হাজিরা দেননি। এই ভাবে শনিবার ইডি দফতরে গেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে ইডি সূত্রে খবর, হাজিরা না দিলেও গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক হাজার পাতার নথি ইডি দফতরে পাঠিয়েছেন। অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ প্রায় ১২০০ পাতার নথি আইনজীবী মাফকত ইডি দফতরে পাঠিয়েছেন। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার বিরুদ্ধে গুটা আর্থিক অনিয়মের তদন্তের সুত্রেই লতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠান ইডি। তাঁরা দু জনই ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন। দু জনকেই তাঁদের সম্পত্তির যাবতীয় নথি সঙ্গে নিয়ে হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর ওরফে কালীঘাটের কাকুকে আগেই প্রেক্ষতার করেছে ইডি। কেন সংস্থার শুধুমাত্র একজন ডিরেক্টরকেই প্রেক্ষতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর পরেই অভিষেকের বাবা-মাকে তলব করে ইডি। গত ৬ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু তলব ওপরেও হাজিরা দেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ সেই সময় সিল্লিতে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তৃণমূল শীর্ষ নেতার অভিযোগ, তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দিতেই ইচ্ছাকৃত ভাবে গত ৬ অক্টোবর তাঁকে তলব করা হয়েছিল।

সাধবীর বাংলায় আসা ‘তৃণমূলের নৈতিক জয়’, বললেন অভিষেক

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ রাজ্যবনের বাইরে অবস্থান মঞ্চ তৈরি করেছে তৃণমূল। রাজ্যপাল বোসের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত লাগাতার ধরনা শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ ধরনা-অবস্থানের তৃতীয় দিন। আর অবস্থান মঞ্চে অভিষেকের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কণিকা’ হাতে আজ দেখা গেল অভিষেককে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে সামনের ড্যাশবোর্ডে রাখা থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতবিতান’। আর এবার অভিষেকের হাতেও দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের বই। দীর্ঘ ৬৪ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে বাংলার ক্ষমতা এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের সময় অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সিদ্ধুর আন্দোলন। জমি আন্দোলনের সেই দিনগুলিতে সিদ্ধুরের জমি জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির ব্যানারে তৃণমূল ছাড়াও অন্যান্য অনেক দল এসে যোগ হয়েছিল। তখন তৃণমূলের ব্যানারেও দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেখানে লেখা ছিল, ‘সর্ব স্বর্ষতরে দহে তব ক্রোধ দাহ, হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহ।’ তৎকালীন বাম শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং মতাদর্শগত অবস্থানের দিক থেকে ঘাসফুল শিবির তুলে ধরেছিল রবীন্দ্রনাথকে। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ির ড্যাশবোর্ডেও দেখা যেতে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান-এর। এখন দলের সুপ্রিমো মমতার মতোই আন্দোলনের পথে রবীন্দ্রনাথকে পাখ্যে করাই এগোচ্ছেন



অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এখন আরও নজর দিয়েছেন জনসংযোগে। নবজোয়ার যাত্রায় নেমে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন। দলনেত্রী মমতার মতোই মাঠে-ময়দানে নেমে রাজনীতিতে, জনসংযোগে জোর দিয়েছেন অভিষেক। আর এবার রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’ হাতে দেখা মিলল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর সেই ছবিই ছড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূলের মিডিয়া সেলা। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, বাংলা ও বাঙালির পক্ষে সওয়াল করতে কি এবার রবীন্দ্রনাথকে অস্ত্র করছে তৃণমূল? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। অন্যদিকে শনিবারই কলকাতায় হাজির কেন্দ্রীয়

গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধী নিরঞ্জন জ্যোতি। সাধীর কলকাতায় আসাকে তৃণমূলের নৈতিক জয় বলে ব্যাখ্যা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধী নিরঞ্জন বলেন, “আমি যদি ওদের মুখোমুখি না হতে চাইতাম, তাহলে বাংলায় আসতাম না। আমরা কখনওই বাংলার মানুষকে হতাশ হতে দেবো না।” পাঠা এদিন রাজ্যভবনের সামনে ধরনা মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তাঁদের সরকার অধীনস্থ দিল্লি পুলিশ আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে, মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়েছিল। তাকে আজকে বাংলায় এসে

একটা সাংবাদিক বৈঠক করতে হচ্ছে এটা বাংলার মানুষের বিশাল জয় বলেই আমি মনে করি।” এদিন ধরনামঞ্চ থেকে একটি অডিয়ো রেকর্ডিং শোনান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সুকান্তকে বলতে শোনা যাচ্ছে, “২২ হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে। ওনাকে কিছু করতে হবে না। সুকান্ত মজুমদার একটা ফোন করে দেবে, সব টাকা চলে আসবে চিন্তার কিছু নেই।” এরপরই অভিষেক বলেন, “সুকান্ত মজুমদার বললেন ২ হাজার কোটি টাকা ওঁর এক ফোনে চলে আসবে। সকলে তো শুনলেন। নিজেই সাংবাদিকদের সামনে বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন উনি ফোন করলেই টাকা চলে আসবে।” অভিষেক বলেন, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তাই সুকান্ত মজুমদারের ফোন নম্বর আছে কি না জানতে চান। অভিষেকের কথায়, “আমি রাজীবদাকে বলি নম্বরটা লোককে জানাও। যে ২০ লক্ষ শ্রমিকের টাকা আটকে রেখেছে, তাঁদের নম্বরটা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানাবেন।” অভিষেকের এই ঘোষণা শুনেই দেখা যায় একটি কাগজ হাতে এগিয়ে আসছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দু’টি ফোন নম্বর দিয়ে রাজীব বলেন, যদি ফোনে না পান, যদিও এই নম্বরগুলো এখন আর বিজেপির রাজ্য সভাপতি ব্যবহার না করেন, তাহলে তাঁর উচিত এগিয়ে এসে নিজের নম্বর দিয়ে দেওয়া। যদিও এ নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, “রাজ্যটা আপনারা চালাচ্ছেন। আপনারদের কর্মীদের জন্য হলেও নিজের নম্বরটা পাবলিক করুন।”

চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে, কালীঘাটের বাড়ি থেকেই পুজোর উদ্বোধন করতে পারেন মমতা



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ অন্যান্য বছর মহালয়ার পর থেকেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কলকাতা থেকে শুরু করে শহরতলিতে ছুটে যান তিনি। এবারেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে থাকা পুজোর উদ্বোধনের তালিকা ছিল দীর্ঘ। কিন্তু পায়ে চোটের কারণে বর্তমানে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সুত্রের খবর, এবার কালীঘাট এর বাড়ি থেকেই প্রথম পর্যায়ে দুর্গাপুজোর

উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়িতে বিশ্রামে অছেন বলেই আগামী ১২ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকের পরই ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে পারেন বলে খবর। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি থেকে পুজোর উদ্বোধন করবেন ধরে নিয়েই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। প্রথম পর্যায়ে মূলত জেলার পুজোগুলির উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে উত্তরবঙ্গে গিয়ে মাঝাকাশে দুযোগের মধ্যে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। জরুরি অবতরণ করার পর হেলিকপ্টার থেকে নামতে গিয়ে পায়ে এবং কোমরে চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই চোটই ভোগাচ্ছে তাঁকে। সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফেরার পর তাই মুখ্যমন্ত্রীকে খেঁচিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

উত্তরবঙ্গে ২৪ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ, পরিদর্শনে রাজ্যের প্রতিনিধি দল



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গে বিধস্তু এলাকার জন্য ২৪ কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। জানানো রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কলকাতা থেকে বাগডোগারার কয়েকটি জায়গায় খুবই বিধস্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মনিটরিং করছেন।” তিনি জানান, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে বাধা দিতেই ইচ্ছাকৃত ভাবে গত ৬ অক্টোবর তাঁকে তলব করা হয়েছিল।

হয়েছে। সেখানে ভয়াবহতা রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেছে, তাকে সাধুবাদ জানাই। বিমাতৃসুলভ আচরণ কাকে বলে। একইভাবে একফেঁদে হল কালিম্পঙ কিন্তু সেখানে কোনও কেন্দ্রীয় সাহায্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী মনিটরিং করছেন, ২৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে।” উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে তিস্তা ব্যারেজ থেকে ৬২৭৮.৮১ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। রাতে কালিঝোড়া থেকেও ফের জল ছাড়া হয়। তিস্তায় জল হলেও সতর্ক পুরসভা। তিস্তায় জল বাড়ার আশঙ্কায় মাইকিং করেছে প্রশাসন। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাত্রে বন্যার আতঙ্কে ধর খেড়ে রাস্তা ও বাঁধে আশ্রয় নিল ওদলাবাড়ির শতাধিক পরিবার। প্লাস্টিক টাউণ্ডে রাস্তার ওপর, বাঁধের ওপর রাত জগে রয়েছে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। সুত্রের খবর, সিকিম থেকে ফের জল ছাড়া হতে পারে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা।

‘জঙ্গি হামলায় উদ্বিগ্ন’, যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লেখেন, ‘ইজরায়েলে জঙ্গি হামলা নিয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। আক্রান্ত সাধারণ মানুষদের পাশে আমরা আছি।

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ্ বলেন, ‘আমরা যুদ্ধে রয়েছি, কোনও ছোট সেনা অভিযানে কিন্তু নেই। আমরা যুদ্ধে আছি। আজ সকালে হামাস ইজরায়েল এবং তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে। শত্রুদের এর মূল্য দিতে হবে। আমরা যুদ্ধে আছি এবং

ইজরাইলকে সমর্থন করছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যক্রোঁ। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ তিনি লিখেছেন, ‘ইজরায়েলে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। আমি এই হামলায় আক্রান্ত, তাঁদের পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি।’ ইজরায়েলে



কঠিন সময়ে ইজরায়েলের পাশে আমরা রয়েছি। এখনও পর্যন্ত যা খবর আসছে, প্যালেস্টাইন থেকে অন্তত ৭ হাজার রকেট ছোঁড়া হয়েছে ইজরায়েলে। ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল এলাকাগুলি লক্ষ্য করে এই রকেটগুলি ছোঁড়া হয়েছে। হামলায় অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রচুর লোক আহত হয়েছেন। ইজরায়েল সীমান্ত টপকে প্রচুর বন্দুকধারী প্যালেস্টাইনের দিক থেকে ইজরায়েলে প্রবেশ করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

আমরা জিতবই।” অন্যদিকে প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, “আমাদের জগণের দখলদার সৈন্যদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে।” তাঁর সভাপতিত্বে একটি জরুরি মিটিং হল। সেখানে প্যালেস্টাইনের বেসামরিক ও সামরিক আধিকারিকরা ছিলেন। প্যালেস্টাইনের সংগঠন আল-নাসের সালাহ দাবি করেছে বেশ কিছু ইজরায়েলি সৈন্যকে তারা আটক করেছে। অন্যদিকে এই যুদ্ধে

হামাসের হামলার কারণে ভারত ইজরায়েলে থাকা ভারতীয়দের জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে। ইজরায়েলে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য শনিবার ভারতীয় দূতবাসের জারি করা একটি পরামর্শে, ভারতীয়দের অগ্রয়োজনীয় চলাচল এড়াতে এবং সুরক্ষা স্থানের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে। ভারতীয় দূতবাস নাগরিকদের সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা সমস্ত নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করতে বলেছে।

পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন? তৃণমূলের সব খোঁচার জবাব দিলেন সাধবী

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ কৃষিভবনে খাণ্ডিল খাণ্ডিল চিঠি নিয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী সাধী নিরঞ্জন জ্যোতির দেখা পাননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষিভবনে থাকলেও শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি। তা নিয়েই ইতিমধ্যেই আগ্রাসী মেজাজে বিজেপিকে নিশানা করছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলেও খোঁচা দিতে শুরু করেছেন অভিষেক। এবার সেই আক্রমণের জবাব দিলেন সাধী নিরঞ্জন জ্যোতি। শনিবার বিজেপির

সল্টলেকের অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখান থেকেই এবার পিছনের দরজা দিয়ে পালানো খোঁচার জবাব দিলেন মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেন, “ওরা বলছে, আমি নাকি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। আমি সবসময় চার নম্বর গেটের সামনে দিয়েই যাতায়াত করি। ওখানেই আমার অফিস।” মন্ত্রীর বক্তব্য, তৃণমূলের প্রতিনিধদলই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তাই নিজের অনেক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সোনি কৃষিভবনে গিয়েছিলেন তিনি। বলেন, “কাজ ছেড়ে গিয়েছিলাম



দেখা করতে।” কিন্তু তৃণমূলের তরফেই করা দেখা করতে আসবে, কতজন আসবে সেই নিয়ে একাধিকবার একাধিক বক্তব্য মন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছিল বলে দাবি সাধী নিরঞ্জন জ্যোতি। মন্ত্রীর

বক্তব্য, তৃণমূল প্রথমে বলেছিল পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল আসবে। তারপর বলেছিল, দশ জন আসবে। এমনকী সব সাংসদদেরও নিয়ে আসতে চেয়েছিল তৃণমূল। সেই মতো সব সাংসদের আসার জন্য কৃষিভবনে নিজের অফিসে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও সেয়ে নেওয়ার জন্য অফিসের কর্মীদের বলেছিলেন সাধী নিরঞ্জন। তবে শেষে মন্ত্রীকে জানানো হয়, অফিস সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেই সময় মন্ত্রী বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করায় তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আগে তৃণমূলের কার্যকর্তাদের প্রতিনিধিদের

সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। কারণ, একশো দিনের কাজ ও জব কার্ড নিয়ে যে অভিযোগ উঠে এসেছে বাংলায়, তাতে রাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে কানে রাজিয়েছেন তিনি। কিন্তু তৃণমূল তাতে কাজ ছিল না বলেই দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। সাধী নিরঞ্জন বললেন, “আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে বসে ছিলাম। যদি আমি দেখাই না করতাম, তাহলে নিজের কাজ ছেড়ে দিল্লিতে কেন যেতাম? আপনারদের জন্য অপেক্ষা কেন করতাম? আমার কোনও খামতি থাকলে আমি অপেক্ষা করতাম না।”

সুপ্রিম কোর্টে কামদুনির জন্য লড়বেন সুষমা স্বরাজের কন্যা সুকান্ত

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ কামদুনি-মামলা এবার সুপ্রিম কোর্টের পথে। আর সেখানে মামলা হলে আনন্দের জীবী দিয়ে সহযোগিতার সম্পূর্ণ আশ্রয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি। শনিবার কামদুনিতে গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেখানে তিনি জানান, সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাঁস্তির স্বরাজ বিনা পয়সায় ওই মামলা লড়বেন সুপ্রিম কোর্টে। শুধু তাই নয়, সুকান্ত বলেন, “রাজ্য সরকারকে এই গ্রামের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্য সরকার তা না পারলে বিজেপির তরফে বেসরকারি নিরাপত্তা দেওয়া হবে।” কামদুনির কাছে নিম্ন আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল তিনজনকে। আরও তিনজনের যাবজ্জীবন হয়। গত স্তত্রবার এই মামলার রায়দান হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তদের একজনকে বেসকুর খালাস করে দেয় আদালত। বাকি দু’জনের আমৃত্যু কারাবাস হয়। অন্যদিকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত তিনজনের একজনকে বেসকুর খালাসের পাশাপাশি আরও দু’জনের সাজা রদ করা হয়। তারই প্রতিবাদে গর্জে ওঠে কামদুনি পুলিশ, সিআইডি ভুল রিপোর্টের কারণে এই রায় বলে দাবি করেন



কামদুনির প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কায়লা। শনিবার নির্ধাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই সুকান্ত বলেন, “নির্ধাতিতার মা চাইছেন ওনার মেয়ের সঙ্গে যে জঘন্য অপরাধ হয়েছে তার বিচার হোক। সেই বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট যেতে হবে। বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা আশ্রুত করছি আইনজীবী আমরা দিয়ে সাহায্য করব। নাম করা আইনজীবী বাঁস্তির স্বরাজ রাজি হয়েছেন। তিনি বিনা পয়সায় এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে লড়তে রাজি হয়েছেন। তাছাড়া আমি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথাও বলে এসেছি। রাজ্য সরকার ওনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে আমরা আপাতত ২-৩টি বেসরকারি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। গ্রামবাসীদের উপর গুলি চলেছে, মার খেয়েছে। তাদের নিরাপত্তা দরকার।”

মেয়েদের কাবাডির সোনা়য় ভারতের ১০০ পদক পূর্ণ

হানঝাউ, ৭ অক্টোবর : আজ এশিয়ান গেমসে ভারতের ঐতিহাসিক দিন।এশিয়ান গেমসের মঞ্চে পদকের ‘সেপ্ধুরি’ পূর্ণ করল ভারত। সেই সেপ্ধুরি পূর্ণ করলেন মেয়েদের কাবাডি দলা। আজ সকাল সকাল মেয়েদের কাবাডি দল সোনা এনে দিলেন ভারতকে। সেই সঙ্গে এশিয়ান গেমসে ভারতের ১০০ পদক পূর্ণ হল।এশিয়ান গেমসে মেয়েদের কাবাডির ফহিন্দালো ভারত হারাল চাইনিজ তাইপেকে। ২৬-২৪ ব্যবধানে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে সোনা জিতল ভারত। সূতরাং এবার চীনের এশিয়ান গেমস থেকে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ১০০-র বেশি পদক নিয়ে দেশে ফিরবেন । এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথমবার পদকের সেপ্ধুরি হল। উল্লেখ্য ২০১৮ এশিয়ান গেমসে জেতা ৭০ টি পদক ছিল ভারতের পক্ষে সবচেঁা। সেবার এশিয়ান গেমসে ১৬ টি সোনা, ২৩ টি রূপো ও ৩১ টি ব্রোঞ্জ, মোট ৭০ পদক জিতেছিল ভারত।

’দূষিত’’ হয়ে উঠল দিল্লির বাতাস

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শীতের আগমনের এখনও ঢের বাকি, এরইমধ্যে দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির বাতাস। পাশাপাশি দিল্লিতে শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে বাতাসের গুনগতমান রেকর্ড করা হয়েছে ২৬.১, যা খারাপ পর্যায়ে পড়াইই পড়ে।দিল্লিতে এবারের শীতে বাতাসের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য ইতিমধ্যেই কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। দীপাবলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সমস্ত ধরনের বাজি। অচুত অক্টোবর মাসের শুরুতেই দূষিত হয়ে উঠল দিল্লির বাতাস।

জন্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় খাদে পড়ল গাড়ি ৩ শ্রমিকের মৃত্যু, গুরুতর আহত ৫ জন

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর : জন্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। ডা়রাহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন শ্রমিকের, এছাাও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্ক্রু করার রাত ১০.৪০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনায় ঘটেছে হাঙ্গাল গ্রামের কাছে। নিহত শ্রমিকরা হলেন-মণি কুমার (৩১), করণ জি সিং (৪০) ও লাল চাঁদ (৪৫)। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের। ৫ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, স্লেঞ্জনি থেকে গাড়িতে উঠেছিলেন সবাই। তাদের গন্তব্য ছিল মারাত্ত এলাকা, বাড়িাডেতে ফিরছিলেন সকলে। স্ক্রু করার রাত ১০.৪০ মিনিট নাগাদ হাঙ্গাল গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ শ্রমিকের, ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পশ্চিম দিল্লিতে প্লাস্টিকের গোড়াউনে আণ্ডন

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির কামরুদ্দিন নগরে অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের গোড়াউনে। স্ক্রু করার রাত গভীর রাতে ওই গোড়াউনে আগুন, রাত ১২.৪৪ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকলদিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, স্ক্রু করার রাত ১২.৪৪ মিনিট নাগাদ রানহৌলা এলাকায় আগুন লাগার বিষয়ে খবর পাওয়া যায়। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছন্ন। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হনি বলে জানিয়েছে দমকল।

পুরোপুরি নির্মূল হবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বামপন্থী চরমপন্থা ইস্যুতে দত্ত স্ক্রু করার দিল্লিতে এক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোতাওয়াং। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে এই পর্যালোচনা বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বৈঠকে জোর দিয়ে বলেছেন, দুই বছরের মধ্যে বামপন্থী চরমপন্থা পুরোপুরি নির্মূল হবে। তিনি

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে স্বীকৃত পাওয়া ভারতেরই প্রচেষ্টাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় স্থান পেয়েছে কিশগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। একই তকমা পেয়েছে কর্ণাটকের হোয়াসালা মন্দির। আর তাতেই শুশি ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৫-তম পর্বে

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জড়িত শান্তিনিকেতন এবং কর্ণাটকের হোয়াসলা মন্দিরকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান

সিকিমের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী তমাং, বললেন কেন্দ্র সর্বরকম সাহায্য করছে

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর : সিকিমের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। শনিবার সকালে মানগানের নাগা গ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী তামাং, সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে গতি বাড়াও আহান জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। প্রেম সিং বলেছেন, এই দুর্ঘ্যাপের সময় ভারত সরকার সর্বরকম সাহায্য করছে সিকিম সরকারকে।তিনি বলেছেন, আমাদের অগ্রাধিকার হল আটকে পড়া

মানুষজনকে উদ্ধার করা এবং বিদ্যু ও জল সরবরাহ ফিরিয়ে আনা। গতকালের তথ্য অনুযায়ী, ১৯টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, ১০৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ ২২ সেনা আধিকারিকের মধ্যে ৭ জনের দেহ পাওয়া গেছে। গভীর রাতে আরও কয়েকজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, আমরা সংখ্যা গণনা করছি। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ২২ হাজারের বেশি এবং আমরা ৬৯০০ জনকে উদ্ধার করছি এবং তাদের উদ্ধার শিবিরে রেখেছি। সিকিমে

বর্তমানে প্রায় ২৬টি ত্রাণ শিবির চলছে।মুখ্যমন্ত্রী তামাং আরও বলেছেন, ভারত সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করছে। লজিস্টিক সাপোর্ট, আর্মি, এবং তাম্ফকি ত্রাণের জন্য আর্থিক সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমাকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ফোন করেছিলেন। তিনি আরও

বলেন, যেহেতু যোগাযোগের অভাব রয়েছে, তাই সবকিছু পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত, দুর্গা পূজার সময় যে সমস্ত পর্যটক সিকিম আসতে চান তাদের কিছু বন্ডার মতো পরিস্থিতিতে আন্না এখন নেই। শিক্ষার্থীদের জীবন রুকিতে থাকার স্কুল-কলেজ ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা পশ্চিম সিকিমে স্কুল বন্ধ করিনি কারণ সেই স্থান নিরাপদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি।

নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে জিএসটি কাউন্সিলের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : জিএসটি কাউন্সিলের ৫২-তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন। শনিবার নয়াদিল্লির সুম্না স্বরাজ ভবনে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কাউন্সিলের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এর মাধ্যমে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই বৈঠকের তথ্যটি

জানিয়েছে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্থমন্ত্রীরা। এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উর্ভনত আধিকারিকরাও উপস্থিত রয়েছেন। বৈঠকটি নয়াদিল্লির সুম্না স্বরাজ ভবনে শুরু হয়েছে শনিবার সকাল ১০টায়। করের হার, নীতি পরিবর্তন, প্রশাসনিক সমস্যাগুলি সহ জিএসটি সংক্রান্ত নানা বিষয়গুলি নিয়ে

আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে এই বৈঠকে।জিএসটি কাউন্সিলের ৫২ তম বৈঠকের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় কর ব্যবস্থার জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানগুলি খুঁজে বের করা। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের আগে, দিল্লির অর্থমন্ত্রী আতিশি অনলহাইন গোমি শিল্পের উপর ২৮ শতাংশ ট্যাক্স আরোপের বিষয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা

৫২-তম বৈঠক

করেছেন। তিনি বলেছেন, কোসিলের কোম্পানিগুলির উপর কর ফাঁকির নোটিশ প্রত্যাহার করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করা উচিত। আতিশি আরও জানান, দিল্লি সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও, অনলহাইন গোমি শিল্পে ২৮ শতাংশ বন্ড আরোপ করা হয়েছিল।এই কর আরোপ করার আগেও,জিএসটিকাউন্সিল গতছা বছরে অনলহাইন গোমি শিল্পে ১.৫ লক্ষ কোটি টকর বন্ড ফাঁকির নোটিশ পাঠিয়েছে।

পর ভায়ে ৬জন ঢ়ের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪১৫ টক্স ও প্রুুর গন্ম্যা উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আহত ঢ়েরের নাম নিজাম। পুলিশের সিও রবীন্দ্ৰ কুমার সৌতম দুষ্ট্যভীদের সঙ্গে পুলিশের এনক্‌উন্টারের বিষয়টি জানিয়েছেন।

জন, মৃত্যু ফের শূন্য

(আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ২১,০৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্সেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা করণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭২,৩২৮-তে পৌঁছেছে।

জালাউন, ৭ অক্টোবর : উত্তরপ্রদেশের জালাউনে পুলিশের সঙ্গে আন্তঃজেলা চোরদের সংঘর্ষে এক জন আহত হয়েছেন। ঘটনায় পুলিশ সাত জনকে প্রেফতার পুলিশ ৬ জন চোরকে ঘটনাস্থল থেকে প্রেফতার করেছে।স্ক্রুবার

থানা এলাকায় চুরির পরিকল্পনা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বাঁধে একদল চোরের। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন চোরের গুলি লাগলে সে আহত হয়, পুলিশ ৬ জন চোরকে ঘটনাস্থল থেকে প্রেফতার করেছে।স্ক্রুবার

রাতে কুথল্ থানা এলাকায় পুলিশ, এসজি এবং নজরদারি সেলের একটি যৌথ দলের সঙ্গে চোরদের একটি এনকাউন্টার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। উভয় তরফের মধ্যে লড়াইয়ে একজন চোরের গুলি লাগলে সে আহত হয়। গুলি লাগার

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৪২-এ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৪৪

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ভারতে ৪০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘণ্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন। স্ক্রুবার সারাদিনে ভারতে করোনায়

মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৬১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩৪।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ

থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৮৯০ জন ক রোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ

জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান, ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি

কাবুল, ৭ অক্টোবর : শক্তিশালী উত্তর ভার জোো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। শনিবার রাতে এগারোটা নাগাদ (আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী) আফগানিস্তানের

পশ্চিমাঞ্চল জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। আফগানিস্তানের রোহাত, বান্দখি, ফারাহ প্রদেশের বাদিস্পারা ভূস্পন্দন অনুভব করেন। তবে, কোথাও

ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।আফগানি সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুরে আফগানিস্তানে ৬.১ এবং ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান

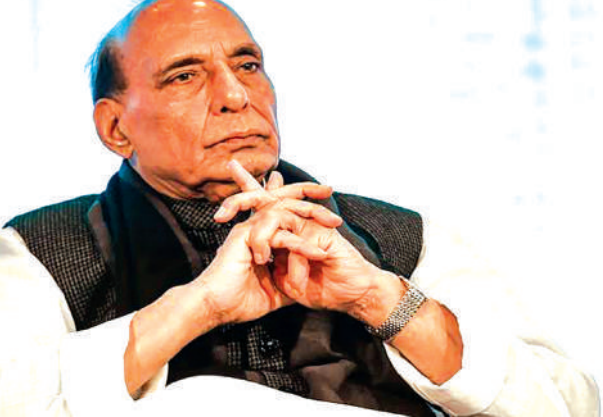
নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃরঞ্জিত পাতকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজ্জাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ জন্মাচ্ছি।বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতত্বকে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেনম গুরুত্বপূর্ণ ভেমনই দৈবকাল হয়ে যাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে নিম্নের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ার প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের

জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করছি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতত্বকে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বনা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জানানি এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সবাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সমৃদ্ধ হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ

জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বোঝে কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূর্ববস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্যাণে কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাপ। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্কে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয়বার ঋণ এভাবেই চলতে থাকত। পর পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুরীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুরীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। ক্ষেত্রের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে

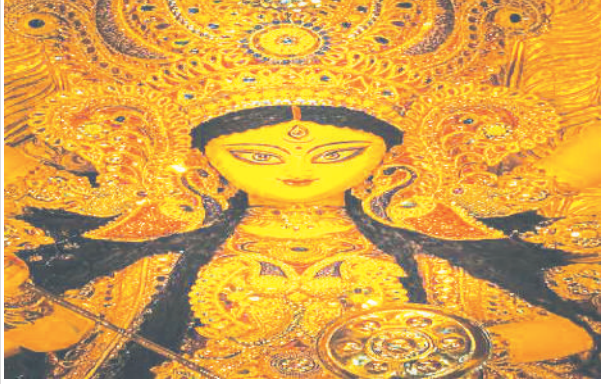
পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট্ট ছোট্ট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ভুত্বতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমে অর্থ ভুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাম্যুজ রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভুল হতে দেননি। আমরা চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অস্বাভা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তারা

আগামী সপ্তাহে ফ্রান্সে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ইতালিতেও যেতে পারেন রাজনাথ সিং



নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ আগামী সপ্তাহে ফ্রান্স সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালিতেও যেতে পারেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দুই দেশ সফরের তারিখ এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।উল্লেখ্য, মার্চ মাসে ভারত এবং ইতালি নিজেদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত করেছে এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্য একটি মউও স্বাক্ষর করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনাথের এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্ভাবনা’-য় জেগে উঠছে নলিন সরকার স্ট্রিট, পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে দুর্গামণ্ডপ



কলকাতা, ৭ অক্টোবর :হউত্তর কলকাতার হাতিবাগানের অন্যতম নামকরা পুজো নলিন সরকার স্ট্রিটের বারোয়ারি দুর্গোসা। তাদের পুজোয় চমক থাকবে না, তা আবার কী হয়? এ বারে ৯১-তম বছরে পা দিচ্ছে নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজো। এ বছরের থিম ‘ ভেদাভেদহীন পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে মণ্ডপ। দুর্গার আরাহনে সস্ত্রীতির সুর মেতে উঠবে হাতিবাগান চত্বর, এমনটাই আশা উদ্যোক্তাদের।পুজোর খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আর তাই সেই মুহূর্তের কাজ চলছে জোরকদমে। দম ফেলার ফুরস নেই পুজো কর্মিটির সদস্যদের। পুজো উদ্যোক্তা ইন্দুবিকাশ দাস বলেছেন, এবারের পুজোর ভাবনা সম্ভাবনা, ইতিমধ্যেই ৭০-৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, বাকি কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে। ওপর এক পুজো উদ্যোক্তা বলেছেন, ঝড়, দড়ি, বাঁশ এমনই প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায়।

সিকিমে হড়পা বানে মৃত্যু বেড়ে ২৬, নিখোঁজের সংখ্যা এখনও ১৪২

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর : মেঘাভাণ্ডা বৃষ্টি এবং লোনাক হ্রদ উপচে বন্যায় বিপর্যস্ত সিকিমে এখন শুধুই ধ্বংসের ছবি আর হাহাকার। উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক দেহ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, সেনা কর্মী-সহ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ, সংখ্যাটি ১৪২।প্রশাসন সত্বের খবর, ১৮টি দেহই উদ্ধার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এদের মধ্যে চারজন জওয়ান-সহ ছ’জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতার চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। যত দ্রুত সম্ভব ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামত করার চেষ্টা চলছে। সিকিমে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক।গত বুধবারের মেঘাভাণ্ডা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, ২৫ হাজারের বেশি মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন। ১,২০০-র বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৩টি সেতু ভলিয়ে গিয়েছে। অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন বহু মানুষ।

কিছু দিন পরই শারোদৎসব, দম ফেলার ফুরস নেই শোলাার অলঙ্কার কারিগরদের



কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর :আর মাত্র কয়েকদিন বাকি বাঙালির সর্ববৃহ উৎসব দুর্গাপুজোর। তাই মুগ্ধশিল্পীদের পাশাপাশি শোলাার গয়না তৈরির কারিগরদেরও এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রতিমাকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শোলাার অলঙ্কারের এবার প্রচুর অর্ডার এসেছে। যে কোনও উপায়ে সঠিক সময়ে অর্ডারগুলি পৌঁছে দিতেই এখন দিন-রাত এক করে ফেলেছেন কারিগররা।উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের সাহাপুরের শোলাার শিল্পী সুনীল মালাকার এবং তার স্ত্রী মায়্যা মালাকার এখন তাই দিন-রাত এক করে মায়ের মূর্তি সাজাতে কাজ করে চলেছেন। এই দুই প্রবীণ দম্পতির হাতের তৈরি শোলাার অলঙ্কারের চাহিদা কালিয়াগঞ্জের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও যথেষ্ট রয়েছে। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদহ, শিলিগুড়ি, কোচবিহার নানা স্থান বছরের পর বছর ধরে অর্ডার পেয়ে আসছেন তারা, এবারও অন্যাধা হয়নি। সুনীল মালাকার বলেছেন, এটি আমাদের বংশগত কাজ। তার বাবা-ঠাকুরদা সবাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জ নয়, রাজ্যের নানা প্রান্তেও এমন বহু শোলাার শিল্পী রয়েছেন, যাঁদের হাতে তৈরি শোলাার অলঙ্কারে সেজে ওঠেন দেবীদুর্গা।

আবোল তাবোল’-এর ছড়ায় সাজছে নবীনপল্লি, এবার পুজোয় সুকুমারের সৃষ্টির শতবর্ষ উদযাপন

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সুকুমার রায়ের কালজয়ী সৃষ্টি ‘আবোল তাবোল’-এর শতবর্ষেই ৯০-এ পা দিয়েছে উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের নবীনপল্লির পুজো। এ বারের পুজোয় থিম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় ছড়াগুলিকেই। ‘ আবোল তাবোল’-এর বিভিন্ন চরিত্রেরা ছবি বইয়ের পাতা থেকে সোজা উঠে এসেছে মণ্ডপসজ্জায়। এলাকার ১২টি বাড়ি রং করে তারে গাওয়া ছবি আঁকা হয়েছে। ১৯২৬ সালে প্রথম ছাড়া হয় ‘ আবোল তাবোল’। সেই ছাপাখানাও উঠে এসেছে মূল মণ্ডপে। ‘ আবোল তাবোল’-এর ১০০ বছর পূর্ণ হল, তাই এবার হাতিবাগানের নবীনপল্লির পুজো মণ্ডপের বিষয় ভাবানায় উঠে এল ‘‘আবোল তাবোল’’পুজো কর্মিটির সদস্য সৌভিক কর বলেছেন, এবার আমাদের ভাবনা শতবর্ষে আবোল তাবোল। সুকুমার রায়ের সৃষ্টিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে। বিশেষ এই থিমকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এগিয়ে এসেছে গোটা পাড়া। এই হাতিবাগান নবীন পল্লীর পুজোর প্রধান আয়োজক দীপ তিথ্যে জানান, বিভিন্ন জায়গায় পুজোয় নানা থিম করা হয়। তবে তারা গোটা পাড়া তথা এলাকাটিকেই থিম করে ফেলেছেন। আর তার জন্য এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে থিম অনুযায়ী রং করা হয়েছে, যা একনজরে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,৮ অক্টোবরঃরবিবার, ২০আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮ অক্টোব্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যদ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২০ আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাহ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২০ আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২০ আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ ১৪ শজিব্র, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণা পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দঃ ৪৫ঃ৮ঃ৫ পর্যন্ত পূর্বে পূনর্বসূরকরণঃবিজি়া রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিঃযোগঃঅশ্বিনীও অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ২৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩৮ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কারবেলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কারভাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ১২ থেকে - ১০

এক বছর দশ মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুকস অব রেকর্ডে নাম উঠলো জিসার

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৭ অক্টোবর : ভালো করে কথা বলতে পারেনা, অথচ আশো আশো গলায় অনর্গল বলতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের



রাজধানীর নাম। এই প্রতিভার জেরেই জন্মের এক বছর দশ মাসের মধ্যেই ইন্ডিয়া বুকস অব রেকর্ডস এ নাম তুললো ছোট্ট জিসার উত্তর ২৪ পরগনার ধান্যকুড়িয়ার পন্ডিতজি কলোনির ছোট্ট জিসা সরকার।বয়স মাত্র এক বছর দশ মাস, এখনো ভালোভাবে কথাই বলতেই পারেনা সে,তবে ইতিমধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলেছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম , মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

অ্যাডামাসে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্ভাবনী আলোচনা বিজ্ঞানীদের

আশিস কুমার ঘোষ, ৭ অক্টোবর : অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ লাইফ সায়েন্স অ্যান্ড বায়ো টেকনোলজির উদ্যোগে এবং দ্য সোসাইটি অফ বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রস ও মাইক্রোবায়োলজিস্টস সোসাইটির সহযোগিতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের বায়োনেজ্জট ২০২৬ আন্তর্জাতিক সম্মেলন।অ্যাডামাসে আয়োজিত ওই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ছাড়াও হাজির ছিলেন ইউনাইটেড কিংডম এবং পোল্যান্ডের প্রতিনিধিরা।আলোচনায় অংশ নেন ড. রুদ্রপ্রসাদ সাহা, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ লাইফ সায়েন্স এবং বায়ো টেকনোলজির ডিন, সিএসআইআর ‘আইআই সিবি’র মুখ্য বিজ্ঞানী ড. শিবশঙ্কর রায় নাইসেডএর ডিরেক্টর ও বিজ্ঞানী ড. শান্তা দত্ত ড. সুশান্তকুমার মণ্ডল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ অ্যাকাডেমিকস এবং ডিন অফ কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন,এবং ইউনিভার্সিটির রিজিস্ট্রার সৌভিক রায়চৌধুরী।মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সঞ্চারই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

ল্যাডলো জুটমিলের গেটে সভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : মিল কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা, দালাল রাজ বন্ধ করা,শ্রমিকদের নাযা অধিকারের জন্য চেষ্টাইলের ল্যাডলো জুটমিল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়ন আই এন টি টি ইউ সির ডাকে ল্যাডলো জুটমিল গেটে এক গেটসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উল্বেড়িয়া সৌরসভার সৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধন সেখ ইমামুর রহমান চোয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা গনেশ চক্রবর্তী, পৌরপিতা বাদশা মিন্দে,বেনু কুমার সেন, গৌর গগৈন প্রমুখ।

আপাতত বৃষ্টির দিন শেষ, দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গ্‌ই ক্রমেই বদলাবে আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দিন ধরে যে হারে বৃষ্টি হচ্ছিল, তা এ বার কমতে চলছে।দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গ্‌ই বদলে যাবে আবহাওয়া। বলা যেতে পারে, আপাতত বৃষ্টির দিন শেষ! তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতেও পারে। ২৪ ঘণ্টার পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবারও বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৯ থেকে ১১ অক্টোবর সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে কমের দিকেই থাকবে বৃষ্টিপাত। মহানগরীতেও কমবে বৃষ্টিপাত। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি না হলে, তাপমাত্রাও চড়বে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭। ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন সকালে থেকেই রোদের দাপটও বেশ ভালোই ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে।

নাম ,থেকে বিভিন্ন ফল ও পাখির নাম । আর তাতেই এই বয়সেই সে নাম তুলে ফেলেছে ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডসে। নিজেদের মেয়ের

এই প্রতিভায় স্বভাবতই খুশি জিসার বাবা জয়রবে সরকার ও মা পায়েল সরকার।জিসা এবং তার মা বাবা এই তিনজনের ছোট্ট সংসার। জিসার বাবা ইতিহাসের শিক্ষক,মা গৃহবধূ। জয়দেব বাবু জানান, সকল বাবা মায়ের মতো তারাও বাড়িতে ছোট্ট জিসা কে তারা এগুলি শেখান, তবে এই বয়সে এতটা আয়ত্ত করতে পারবে মেয়ে এটা তারা ভাবেন নি। তিনি যখন বুঝতে পারেন যে তার মেয়ে জিসা

হিন্দমোটরের বন্ধ কারখানা চত্বর থেকে যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ অক্টোবর : হিন্দমোটরের বন্ধ কারখানা চত্বর থেকে শনিবার সকালে উদ্ধার হল যুবকের দেহ। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয়রা নর্দমায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করা হয়েছে তাকে। তবে ঘটনাস্থলেই খুন নাকি অন্য কোথাও খুন করে দেহ কারখানা চত্বরে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। যুবকের নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, রাত বাড়লেই এলাকায় বাড়ছে অসামাজিক কাজ। বন্ধ কারখানা চত্বরে মানুষের যাতায়াত রয়েছে ঠিকই। আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সমাজবিরোধীদের আশ্রয় হয়ে উঠে

’দাও ফিরে সে অরণ্য’, এই থিমেই নজর পাটুলির পুজোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : বাংলা ১৩০২-এর ৭ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন “সভ্যতার প্রতি” দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,লও যত লৌহ লোপ্তি কাণ্ড ও প্রস্তরহে নমসভাতা! এর পর ১২৮ বছরে কবিতার প্রথম লাইনটি অতিফ্রত হয়েছে। ৪৮ তম বর্ষে পা দিল পাটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব। বহু বছরের থিম পুজোর ধরন তাদের, প্রতি বছরই নতুন কিছু চমক থাকে। এই বছরের থিম ‘দাও ফিরে

অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে চন্দননগর স্টেশন প্ল্যাটফর্মের পুনরুত্থান ত্বরান্বিত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে, চন্দননগর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের পুনরুত্থান গতি লাভ করেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কল্পনা করা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অমৃত ভারত প্রকল্পের জন্য ধন্যবাদ। প্রকল্পটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, এবং স্টেশনটির রূপান্তরের কাজ চলছে। অমৃত ভারত, ভারতীয় রেলওয়ে ট্রান্সফরমেশনের জন্য মৌলিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোর পুনরুজ্জীবন এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি যা সারা দেশে রেলের পরিকাঠামোকে আধুনিকীকরণ এবং আপগ্রেড করার লক্ষ্যে। এই ক্ষিপ্রতা যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং রেল যোগাযোগ জোরদার করার উপর জোর দেয়। চন্দননগর স্টেশন, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহ একটি ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক, এখন অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে একটি অসাধারণ পরিবর্তনের সাক্ষী

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধীতায়

দুরন্ত বার্তা, উল্বেড়িয়া, ৭ অক্টোবর : শনিবার, হাওড়ার, বাউড়িয়ায়, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের হাওড়া জেলা কমিটির ৩৬ তম সম্মেলন এর প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকালে বাউড়িয়ার, ফোট গ্লস্টার গেটে, অনুষ্ঠিত হয় এই প্রকাশ্য সমাবেশ।

মূলত জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধীতা, রক্ষা করো দেশের সংবিধান ও শিক্ষার অধিকার।

বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম , মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম , ফল ও পাখির নাম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছে, ও অনর্গল বলতে পারছে । সেই সময়ই গত ১০ই সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডসে মেয়ের এই মেধার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আবেদন করেন । এরপর ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডস এর প্রতিনিধিরা ডিডিও কল মারফত এবং ফোন কল মারফত ছোট্ট জিসার সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা বলেন এবং তাকে নানাভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, সেই সব প্রশ্নের সঠিক দেয় জিসা।এরপরই তার নাম নথিভুক্ত হয় ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডস এ । ইমেইল মারফত জিসার পরিবারকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই তথ্যা।গত ৫ ই অক্টোবর ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডস এর তরফ থেকে সার্টিফিকেট , মেডেল , ব্যাচ , বই ও একটি পেন স্টেইছয় জিসার বাড়িতে। জিসার এই প্রাপ্তিতে খুশি এলাকার মানুষ।আগামী দিনে অভিভাবকদের সহযোগিতায় সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার এই মেধা কাজে লাগিয়ে সে এলাকার নাম উজ্জ্বল করবে এই আশায় জিসাকে আশীর্বাদে ভরিয়ে দিচ্ছেন স্থানীয়রা।

ক্রমশ। সেকথা পুলিশকে বারবার জানান স্থানীয়রা। তবে তা সত্ত্বেও



পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। হিন্দমোটরের বিজেপি নেতা

‘সম্ভাবনা-য় জেগে উঠছে নলিন সরকার স্ট্রিট,পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে দুর্গামণ্ডপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের অন্যতম নামকরা পুজো নলিন সরকার স্ট্রিটের বারোয়ারি দুর্গোৎসব। তাদের পুজোয় চমক থাকবে না, তা আবার কী হয়? এ বারে ৯১তম বছরে পা দিচ্ছে নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজো। এ বছরের থিম ‘সম্ভাবনা’। ভেদান্তেদর্শন পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে মণ্ডপ। দুর্গার আবাহনে সঙ্গীতটির সূত্রে মেতে উঠবে হাতিবাগান চত্বর, এমনটাই আশা উদ্যোক্তারা। পুজোর খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আর তাই সেই মুহূর্তের কাজ চলছে জোরকদমে। দম ফেলার ফুরসৎ নেই পুজো কমিটির সদস্যদের। পুজো উদ্যোক্তা ইন্দুবিকাশ দাস বলেনছেন, এবারের পুজোর ভাবনা সম্ভাবনা, ইতিমধ্যেই ৭০-৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, বাকি কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে। ওপর এবং পুজো উদ্যোক্তা বলেছেন, খড়, দিড়ি, বাঁশ এমনই প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি জড়িয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৭ অক্টোবর : স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ বসু ১৯২৬ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে।সর্বজনীন দুর্গোৎসব আয়োজনের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য ছিল শক্তিপুজোর আরাধনার মধ্য দিয়ে বাংলার তৎকালীন যুবশক্তিকে সগঠিত করা যারা তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।তৎকালীন দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতাবৃন্দ যথা শ্রেণিপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, কিরণ শঙ্কর রায় ও আরও অনেকে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।সমিতির মহিলা সদস্যগণ

১৬ অক্টোবর তলব হুগলির তিন পুলিশকর্তাকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ অক্টোবর : হুগলিতে মহিলার ওপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। ১৬ অক্টোবর তলব করা হয়েছে হুগলি প্রাথমিক অধিকার ডিএসপি ও এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে। সম্প্রতি হুগলিতে বিজেপির এক মহিলা কর্মীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি রয়েছে। ঘটনার ৪ ঘণ্টা পর পুলিশ পৌঁছয়। এমনকী, জাতীয় মহিলা কমিশনের তদন্তেও বাধা সৃষ্টি করছে পুলিশ। তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যেরও সহযোগিতা মেলেনি বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ। কমিশনের আরও অভিযোগ, অ্যাসিডহামলার ক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রোটোকলও মানা হয়নি। আক্রান্ত মহিলা অভিযোগে বলেন, অভিযুক্তরা তৃণমূল করে। পুলিশ ১২ ঘণ্টা পর এফআইআর করেছে। অভিযোগকারীকে কোনও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়নি।

পুরনো বিনিয়োগের সর্বশেষ অবস্থাও তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্যের আসন্ন বিশ্ববন্ধ বাণিজ্য সম্মেলনে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষনের পাশাপাশি পুরনো বিনিয়োগের সর্বশেষ অবস্থাও তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার। বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হওয়ার পর থেকে গত ১২ বছরে রাজ্যে কি পরিমান বিনিয়োগ এসেছে তার বর্তমান অবস্থা কি তাও বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হবে। শিল্পে বিনিয়োগের ফলে এপর্যন্ত কত কর্মসংস্থান তৈরি করা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ভাঙার ভেতর করা হচ্ছে। প্রতিটি দফতরের অধীনে কি পরিমাণ প্রকল্প রূপায়নের হয়েছে ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট বয়ানে তা প্রত্যেক দফতরকে সেই তথ্য দিতে বলা হয়েছে। তাতে বিনিয়োগের স্থান, বাস্তবায়নের দিনক্ষণ, বিনিয়োগের প্রকৃতি সত্ত্বোরে দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে। এবছর ২১ ও ২২ নভেম্বর বিশ্ব বন্ধ বাণিজ্য সম্মেলনের আসন্ন বসতে চলছে। এদিন নব্বোরে সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে. মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। সেখানে এপর্যন্ত সম্মলন আয়োজনের অগ্রগতি আলোচিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন দফতরের সচিবরা নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বিভিন্ন বনিকসভা ইতিমধ্যেই দিল্লি মুম্বাইয়ের মত শহরে রাজ্যের বাণিজ্য সম্মেলনের প্রচারে রোড শোয়ের আয়োজন করেছে। সেই সব কর্মসূচিতে কেমন সাড়া মিলেছে সেকথা বণিক সভার প্রতিনিধিরাও তুলে ধরেন। উল্লেখ্য ২০১৫ সাল থেকে রাজ্যে বিশ্ব বন্ধ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএসএর আয়োজন করা হচ্ছে। কোভিড অভিযারির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে সেই সম্মেলন করা যায়নি। এপর্যন্ত আয়োজিত ছ’টি সম্মেলন সম্মেলন থেকে রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া হয়েছে। এর অধিকাংশ কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের দাবিও করা হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম সারিতে ছিলেন উর্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, শান্তি দাস, ইন্দিরা দেবী, বীনা দাস, কল্পনা দত্ত(যোশী) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এই পূজার প্রথম পূজারী ছিলেন ডাক্তার চণ্ডালকান্ত ভট্টাচার্য। প্রথম বর্ষে প্রতিমার রূপদান করে স্বর্গীয় নিতাই চন্দ্র পাল মহাশয়। প্রথম দিকে প্রচলিত মতে একচালায় প্রতিমা গড়া হয়। হোগলা পাতার ছাউনি দেওয়া পূজামণ্ডপ তৈরী হতো। ১৯৬৯ সালে নতুনভাবে একই বৈদীতে রেখে ৫ টি পৃথক চালচিত্র করা হয় ও প্রতিমাগুলিকে পৃথকভাবে স্থাপন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতিভাৱা অতীনাবায়ু এই কাজকে সমর্থন করেন। ওই বছর সমিতিতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।সমিতির মহিলা সদস্যগণ

জাতীয় ডলফিন দিবস পালন করলো সিরফরী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ডলফিন তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ভারতে এই সুন্দর প্রাণীর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনই আছে পরিবেশগত গুরুত্ব। ভারতে উপকূল অঞ্চলে এবং মিষ্টি জলে বিভিন্ন ধরনের ডলফিনের বাস। এদের মধ্যে প্রধান দুটি শ্রেণী হল-ইন্দো প্যাসিফিক হাম্পব্যাক ডলফিন এবং গ্যাঞ্জোটক রিভার ডলফিন। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই ডলফিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এগুলি মূলত পাওয়া যায় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের শাখা নদীগুলিতে। তবে, ডলফিন সংরক্ষণে অনেক মনোযোগ আছে, যেমন- বাসস্থানের বিচ্ছিন্নতা, জল দূষণ, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য মানুষের উপদ্রব, বাঁধ, জলাধার এবং জলবায়ু পরিবর্তন। ভারতে ডলফিন সংরক্ষণের প্রধান সমস্যা এদের বাসস্থানের অবনমন। দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং কৃষকহাঙ্গরী কৃষি কাজের ফলে হচ্ছে জলদূষণ, বাসস্থানের ধ্বংসসাধন, নদী এবং জলাশয়ে জলের সরবরাহও কমছে। এই পরিবর্তনের ফলে ডলফিনের বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি অবশেষে, শিল্প বর্জ্য এবং গৃহস্থালী বর্জ্যের ফলে যে দূষণ ঘটছে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের। জল দূষণের পাশাপাশি, খাদ্যাভাব ঘটছে এবং তাদের খাদ্যের মধ্যে টকসিনের মাত্রা বেশি হওয়ায় সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের। মাছ ধরার কারণেও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হচ্ছে ডলফিনের। এমনকি, সমুদ্রে শিল্প বা শিল্পায়নের ফলেও ক্ষতি হচ্ছে। অনেক সময়ই মাছ ধরার জালে আটকে গিয়ে আহত হচ্ছে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। ফলে ডলফিনের সংখ্যা কমছে। বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলস্তর বৃদ্ধির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়ছে ডলফিনের উপর। বিভিন্ন জলো বিশেষ ধরনের মাছের উপস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে এবং তাদের বাসস্থানেরও ক্ষতি হচ্ছে। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে পরিবেশের উন্নতির জন্য এবং মানুষের কল্যাণে ভারত সামুদ্রিক এবং নদীর ডলফিনের সংরক্ষণে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০২০তে ভারত সরকার ডলফিন প্রকল্পের সূচনা করে। এর লক্ষ্য মিষ্টি জলের এবং সামুদ্রিক ডলফিনের সংরক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জলকে ডলফিনের বসবাসযোগ্য করে তোলা, ডলফিন গণনা এবং চেরা শিকার প্রতিরোধ। এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে মৎস্যজীবী এবং নদী ও সাগরনির্ভর জনগোষ্ঠীগুলিকে। ২২টি বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডলফিনকে। নামানী গঙ্গা প্রকল্পে বারাকপুরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা সিরফরীর মাধ্যমে ডলফিন সংরক্ষণের নিরন্তর প্রয়াস চলছে কেন্দ্রের অধিকর্তা বসন্ত কুমার দাস এর নেতৃত্বে যা প্রশংসার দাবি রাখে । এই সুন্দর প্রাণীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রয়াস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবোল তাবোল -এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া,৭ অক্টোবর : পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ননসেন্স রাইমের গ্রন্থ হল সুকুমার রায়ের লেখা- ‘আবোল তাবোল’। ১৯২৬ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল রায় বিবাহবরের ই প্রকাশনা সংস্থা ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ থেকে। তারপর ১০০ বছর হয়ে গেলে। বইটি এখনো সমান শিশুদের প্রিয়। অসংখ্যবার গুপ্তচি মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু বিক্রিতে ভাটা আসেনি কখনো। এর প্রতিটি ছড়া বা কবিতাই শিশুদের আকৃতিযোগ্য। যুগ যুগ ধরে নানা প্রজন্মের শিশু-শিশুকোরা এগুলি আবৃত্তি করে নির্মল আনন্দ পেয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে কালজয়ী শিশু ছড়ার বই হল ‘আবোল তাবোল’।এই বইয়ের শতবর্ষ পালন করল উল্বেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১ পঞ্চায়েতে সমিতির অন্তর্গত সিরাজবাটি চক্রের আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সঠি সুকুমার রায়-এর ছবিতে মালদান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। শিশুরা সুকুমার রায়- এর কবিতা আবৃত্তি করেছিল ‘বাবুরাম সাপুড়ে’ কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। প্রথম হয় প্রথম শ্রেণীর দেবংশী পাল, দ্বিতীয় হয় তৃতীয় শ্রেণীর রূপ মালিক। সুকুমার রায়কে নিয়ে বলেন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সহশিক্ষক সৌমেন মন্ডল।

হুগলির দাদাপুর থেকে ট্রাক হাইজ্যাক,বিহার থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত



দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ অক্টোবর : হুগলি গ্রামীন পুলিশ সূত্রে খবর,গত আগস্ট মাসে দাদপুর থানার মহেশ্বরপুর থেকে একটি বারো চাকার ট্রাক হাইজ্যাক হয়।২৮ আগস্ট দাদপুরের মহেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা ট্রাক মালিক সুরিন্দর রায় দাদপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ করেন উমেশ রায়ের বিরুদ্ধে উমেশ বিহারের বাসিন্দা।সে লরি চালাত। সুরিন্দরের ট্রাক ভাডায় নিয়ে গিয়েছিল।তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিশে অভিযোগ করেন ট্রাক মালিকউমেশের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশোন ট্রাক ককে দাদপুর থানার পুলিশ জানতে পারে বিহারের পূর্ব চম্পারান এলাকায় রয়েছে উমেশ।২৬ সেপ্টেম্বর সেখানে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।বিহারের মোতিহারী আদালতে পেশ করে ট্রাফিকট রিমাডে দাদপুর নিয়ে আসে।ট্রাট্টা আদালতে পেশ করে দশ দিনের পুলিশ হেজাপাত নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। জেরায় উমেশ জানায় হাইজ্যাক করা ট্রাক আগস্টমের শিলচরে আগেগত ২ রা অক্টোবর শিলচরেরে একটি গ্যারাজ থেকে ট্রাক উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ।তদন্তকারীদের দাবী,ট্রাক মডিফাই করে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। তার আগেই অংশ ধরা পরে যায়। পুলিশের অনুমান এই ট্রাক হাইজ্যাকে একটা বড় র্যাকেড সক্রিয় আছে।উমেশ রায়ের সঙ্গে আর কে যুক্ত ছিল এই ঘটনায় তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অ্যাসিড হামলায় নিষ্ক্রিয়তা, ১৬ অক্টোবর তলব হুগলির তিন পুলিশকর্তাকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ অক্টোবর : হুগলিতে মহিলার ওপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। ১৬ অক্টোবর তলব করা হয়েছে হুগলি প্রাথমিক অধিকার ডিএসপি ও এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে। সম্প্রতি হুগলিতে বিজেপির এক মহিলা কর্মীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি রয়েছে। ঘটনার ৪ ঘণ্টা পর পুলিশ পৌঁছয়। এমনকী, জাতীয় মহিলা কমিশনের তদন্তেও বাধা সৃষ্টি করছে পুলিশ। তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যেরও সহযোগিতা মেলেনি বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ। কমিশনের আরও অভিযোগ, অ্যাসিডহামলার ক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রোটোকলও মানা হয়নি। আক্রান্ত মহিলা অভিযোগে বলেন, অভিযুক্তরা তৃণমূল করে। পুলিশ ১২ ঘণ্টা পর এফআইআর করেছে। অভিযোগকারীকে কোনও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়নি।

হরিপালে এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা দুষ্কৃতীর



বনস্পতি দে, হরিপাল, ৭ অক্টোবর : হুগলির হরিপালে এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা দুষ্কৃতীর। জনা গিয়েছে, শনিবার সকালে হরিপাল বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছিল। অভিযোগ, আচমকাই এক ব্যক্তি এসে ওই পুড়ায় মুখ চেপে ধরে অপহরণের চেষ্টা করেন।

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা সেই ঘটনা দেখে রীতিমত চিৎকার করতে থাকে। তখনই ওই ছাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে চম্পট দেয় ওই ব্যক্তি। এরপরই গোটা গ্রামে চাউর হয়ে যায় ‘ছেলেবোরা তত্ত্ব’। ঘটনার তদন্তে নামে হরিপাল থানার পুলিশ। ওই ছাত্রী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ, পুড়ায়বরাে স্কুলের শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। উল্টে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের প্রশ্ন, রাস্তায় যাতায়াতের সময় কোনও অঘটন ঘটলে সেই দায় নেবে কে? যদিও, প্রধান শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে অস্বীকার করেছেন। অপরহরণের চেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, শুনেছি স্কুলের বাইরে রাস্তায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অপরদিকে, অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি একজন সিন্ডিক ভলান্টিয়রকেও নিরাপত্তার জন্য রাখতে হবে।

মেট্রোর বিভিন্ন স্টেশনে বিশেষ স্বচ্ছতা ক্যাম্পেইন

কলকাতা, ৭ ঈক্টোবর : মেট্রো রেল ০২.১০.২০২৩ থেকে ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত ‘বিশেষ প্রচার অভিযান ৩.০’ পরিচালনা করছে। এই প্রচারাভিযানের সময় স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হয়। মেট্রো কর্মীরা পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করে তোলে এবং মেট্রো চত্বরে পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করে। মেট্রো রেলওয়ের সনস্ট স্টেশন, ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন এবং পার্পল লাইন এই অভিযানের অংশ। ০৭.১০.২০২৩ তারিখে এসপ্ল্যান্ডে, নেতাজী, ফুলবাগান, বোহালা বাজার এবং ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন এবং পার্পল লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আমাদের জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পাবলিক অ্যাক্‌ট্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে বারবার ঘোষণা করা হয়েছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাতাঁ

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩০৯ সংখ্যা, রবিবার, ২০ অশ্বিন ১৪৩০

কলকাতায় জোট ইন্ডিয়া’র বৈঠক?

এনসিপি’র নেতা শরদ পাওয়ার থেকে শুরু করে সঞ্জয় রাউতরা বলেছেন যে বিরোধী জোট ইণ্ডিয়ার শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ ইণ্ডিয়া জোটতে কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বাম দল থাকলেও তারা

সম্পাদকীয় ১

কিন্তু রজান্তরে কোনও জোট করতে ইচ্ছুক নয়। এই পরিস্থিতির সামাল দিতে কলকাতায় ইণ্ডিয়া জোটের একটি বৈঠক করার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে কলকাতায় জোটের বৈঠক হলে কোনও আপত্তি নেই। তবে তৃণমূল কংগ্রেস আগেই আসন সমঝোতা বিষয়ে পরিস্কার হতে চায়। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে দিল্লি, ছত্তিশগড় এবং মধ্য প্রদেশে জোটের বৈঠক করার কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস বিধানভার ভোটমুখী রাজ্যে ইণ্ডিয়া জোটের বৈঠক করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে সমাজবাদী পার্টি এবং আম আদমি পার্টি এখন দিল্লিতে জোট ইণ্ডিয় জোটের বৈঠক করতে আগ্রহী। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে যে কনট্রিকের বেঙ্গালুরুতে একবার করে জোটের বৈঠক হয়েছে। আবার মধ্য প্রদেশে, ছত্তিশগড় বৈঠক হলে কংগ্রেসের শক্তি সেখানে বৃদ্ধি পাবে। এনসিপির নেতা শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাড়িতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন ঘগের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে রাহুল গান্ধিও উপস্থিত থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেস এখন সর্বভারতীয় দলের পরিণত হওয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারা এখনও আঞ্চলিক দল হিসাবে পরিচিত। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় দলে পরিণত হওয়ার জন মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস সম্পর্কে যে এলাঞ্জি ছিল তা এখন দূর করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় স্তরে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। এখন আর রাহুল নাম নিয়ে কোনও আপত্তি করছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। এদিকে রাহুলকে শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রে একটি কৃষক উৎসবে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ করেছেন। মহারাষ্ট্রের প্রকাশ অস্কেলকরের দল ‘বহুজন বঞ্চিত আঘাডি’ ইণ্ডিয়া জোটে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রকাশের দল এর আগে বিজেপি ভোট কেটে নিয়েছিল। এই বিয় নিয়ে শরদ পাওয়ার, মল্লিকার্জুন খগে এবং রাহুল গান্ধির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে জোটের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শরদ পাওয়ার জোট ইণ্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির প্রবীণতম সদস্য। তাঁর এনসিপি দল এখন বলতে গেলে ভাঙনেক মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাইপো অজিত পাওয়ার এবং প্রফুল্ল প্যাটেলরা দল ভঙিয়ে বিজেপি সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন এনসিপি নাম এবং প্রতীক দাবি করতে শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশনে এই নিয়ে প্রথম দফার সাওয়াল জবাব হয়েছে। সেই কারণে কংগ্রেস সর্বভারয় এবারে বিেজপি বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে জোট ইণ্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির বৈঠকে কেনাও আসন সমঝোতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে আসন সমঝাোতা নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শরদ পাওয়ার চাইছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেস পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও লোকসভার নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করুক।

মাদক কারবারের অপরাধ জগত

আফগান এবং আফ্রিকা থেকে মাদক তৈরি হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আফগান মানুষদের রোজগারের পথ ছিল মাদক নির্মাণ। সেই মাদক চোরা পথ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে আমেরিকার

সম্পাদকীয় ২

তরুণ সমাজে। তারা মাদক সেবন করে পেপেরোয়া জীবন যাপন করতে থাকে। আমেরিকার সরকারের কাছে এ ব্যাপারে খবর থাকলেও কড়া হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিল না। আমেরিকার আফগান আক্রমণ করার একটি মাত্র কারণ ছিল মাদক বন্ধ করা এবং লাদেনের খোঁজ করা। আমেরিকার তরুণ সমাজকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন ছিল আমেরিকাতে মাদকের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া। ব্রিটেন সরকারও এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের তরুণরা একটি সময়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার দ্রুততার সঙ্গে তার মোকাবিলা করে তরুণ সমাজে মাদক সেবন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। ব্রিটেনে মাদক সেবন করে ধরা পড়তে তার কঠিন শাস্তি। মাদক সেবন করতেন আর্জেণ্টিনার বিখ্যাত খেলোয়াড় মারাদোনা। তিনি মাদক সেবন করে ফুটবল না খেলেওও পরবর্তী কালে মনের হাতশালা কাটাতে মাদক গ্রহণ করতেন। এর জন্য তিনি ধরা পড়েছিলেন এবং কারাবাসও করেন। তিনি আবার কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্রো কাষ্ট্রো এবং চে গুয়েভারার ভক্ত ছিলেন। ফিদেল কাস্ত্রো যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মারাদোনা মাদক গ্রহণ করেননি। বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো মারা যেতেই মারাদোনা মাদক গ্রহণ করতে থাকেন। প্রতিটি ধর্মই বহু পুজোকে কেন্দ্র করে চলে মাদক সেবন উৎসব। এখনও পুজোকে কেন্দ্র করে চলে মাদক সেবন উৎসব। বলা হয় মাদক সেবন না করলে পুজো সিদ্ধ হয় না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের মাদক পাচার বেশি হতে দেখা গিয়েছে মুম্বই শহরে। সেখানকার অন্ধকার জগতের ডনরা মাদক কারবারে সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবসেনার নেতা বালাসাহেব এসেই মাদক কারবার একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সাদ্টি খেলা বন্ধ হল। তার ফলে মুম্বই জগতের সেরা ডন দাউদ মুম্বই ত্যাগ করে পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন।



ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদের বলতেন, সবাইকে সুদ্বাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সং শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি।

টাকি, ধান্যকুড়িয়া ও শ্যামনগরের পণ্ডিত বাচস্পতির দুর্গাপুজো

রবীন্দ্র কুমার শীল

(টাকি এবং ধান্যকুড়িয়ার জমিদাররা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁরা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলায় জমিদার করতেন। ইচ্ছামতির দুই পাড় তাদের দখলে ছিল। তারা সেখানে একচেটিয়াভাবে জমিদারি করে গিয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনায় যতগুলি জমিদাররা রয়েছেন তাদের মধ্যে টাকি এবং ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বিখ্যাত। টাকির রায়চৌধুরী জমিদার বাড়ি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারপরে রয়েছে ধান্যকুড়িয়ার জমিদাররা। তাদের ঐতিহ্যও বাংলার অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে কম ছিল না। এখনও বাংলাদেশের বহু প্রজারা এখনও টাকির জমিদার বাড়ির পুজো দেখতে আসে। ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বাড়ির পুজো বাদ যায় না। তারা সেখানে পুজোর চারদিন বসবাস করে আবার বাংলাদেশে ফিরে যায়। বাংলা সীমানা দিয়ে ভাগ হয়ে গেলে বাংলার মানুষেরা নিজেদের ভাগ করে নেয়নি। দুই বাংলার মানুষ আজও এক রয়েছে সেটা প্রমাণ বহু পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা তখন পূর্ব বাংলাকে সহযোগিতা করেছিল। সেকথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার স্মরণ করেন। যাই হোক এই ইচ্ছামতির নদীর পাড়ে যেসব জমিদাররা বসবাস করতেন তারা খুবই জাঁকজমক করে দুর্গা পুজো করতেন। প্রজাদের জন্য বস্ত্রদান থেকে শুরু করে তাদের আর্থিক সহায়তাসহ পুজোর চারদিন ধরে ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। **ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজো:** উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর মহকুমা অন্তর্গত শ্যামনগরের নওয়াপাড়ার ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজো আজও সমান রীতিনীতি বহন করে পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। ১৬৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুজো এবারে ৩২৫ বছরে পা দিল। পণ্ডিত রাম রাম বাচস্পতি এই পরিবারের আদি পুরুষ। তিনি গোবর ডাঙ্গা খাটুঁরা থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরের নওয়াপাড়াতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। মল্পে একটি শিবলিঙ্গ দেখে তাঁর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। নাম রাখা হয়েছিল রত্নেশ্বর। তাঁর হাত ধরেই ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছিল ১৬৯৮ সালে। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন রাম রাম বাচস্পতি। তাঁর পুত্র অনন্তরাম রাজপরিবারের একটি ভালো বিয়ের সম্বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ঘটকেরূপী উপাধিতে সম্মানিত করেন। তারপর থেকে এই পরিবার চট্টোপাধ্যায় থেকে ঘটক পরিবার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। একবার এই পুজোর করা কোনও আর্থিক সঙ্গতি না থাকার ফলে দেবী স্বপ্ন দিয়ে ছিলেন

থোরের নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর পুজো করতো। সেই থেকে থোরের নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি রয়েছে। বংশ পরম্পরায় বাড়ি সদস্যরাই এই পুজো করে থাকেন। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। তারপরে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়ে থাকে। সন্ধি পুজোর সময়ে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রদীপের আলোতে মাকে সবাই ভক্তি ভরে ডাকেন। দশমীর দিন সিন্দুর খেলা থেকে শুরু করে আনন্দের সঙ্গে মাকে বিদায় জানানোর দুঃখ থাকে। রত্নেশ্বর ঘাটে বাঁশ দিয়ে পালকির মনতো দোলা তৈরি করে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া রীতি রয়েছে। গত বছর দশম পুরুষ অমর নাথ ঘটক প্রয়াত হওয়ার ফলে এবারে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ ঘটক পুজোর সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। ধান্যকুড়িয়া আগে সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঘন বনাঞ্চল এবং লবণাক্ত জলাশয়ে পরিপূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। ১৭৫২ সালে জগন্নাথ দাস তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে আসে বসবাস করতে শুরু করেন। দাস পরিবার ধান্যকুড়িয়া স্থাপন করার পর পাইন, সাউ, বল্লভ এবং মণ্ডলের মতো বহু ব্যবসায়ীরা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে ব্যবসা করতে শুরু করে। তারা বহু ঐতিহ্যময় বসতবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ধান এবং আখের খেত ছিল প্রচুর। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের বসত বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন যা আজও ঐতিহ্যময়। ১৮৮৫ সালে মহেন্দ্রনাথ গাইন এবং উপেন্দ্রনাথ সাউ প্রথম ইংরেজি ধান্যকুড়িয়ায় স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে সাউ পরিবার গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে একটি মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। দুতিক্ষের সময়ে ধান্যকুড়িয়া জমিদার পরিবারের থেকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

গাইন জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো: ধান্যকুড়িয়াতে গাইন ক্যাসেল রয়েছে যা বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা আজকে সরকারি অধিগ্রহণ করেছে। এটি গাইনদের বাগান বাড়ি ছিল। বিলাতের উইগ্ডসর ক্যাসেলের মতো দেখতে লাগে। গাইন পরিবারের আর একটি বাড়ি রয়েছে যা গাইন ম্যানসন নামে পরিচিত। এই বাড়িতে গাইন পরিবারের সব সদস্যরা বসবাস করেন। তিন তলা টাওয়ার রয়েছে নজর মিনার। এই নজর মিনার দিয়ে কারা গ্রামে আসছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতো সেখানকার রক্ষীরা। গাইন পরিবার তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে সব সময়ে লেঠেল বাহিনী রাখতো। সেই সব লেঠেল রক্ষীরা গাইন বাড়ি বা প্রসাদকে রক্ষা করতো। এমনকী প্রয়োজন হলে গুলি বন্দুক ব্যবহার করত গাইন পরিবার দ্বিধাবোধ করতো না। ডাকাতরা ভয়ে গাইন বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত না। তবে তাদের দুর্গা

পুজোর সময়ে বাড়ির মেয়েরা কারোর সামনে এসে উপস্থিত হতো না। সবাই পর্দার আড়াল থেকে পুজো দেখতে বা অঞ্জলি দিত। তবে এখন সেসব রীতি উঠে গিয়েছে। গাইন পরিবারের বড় বৌ প্রজাদের সঙ্গে পুজোর সময়ে একদিন মিলিত হয়ে আলাপ করতেন। প্রজার কে কেমন আছে তার খবর তিনি নিতেন। তারপরে আর বাড়ির মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বের হতো না। তবে জানা গিয়েছে ঘরের মেয়েরা লেখাপড়ায় অংশ গ্রহণ করতো। গান বাজনা শিখত। নাচও তারা শিখত। ইসলামিক শৈলীতে নির্মিত এটি। মহেন্দ্রনাথ গাইন এই বাড়িটি নির্মাণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। গাইন ম্যানসানে রয়েছে তাদের কুল দেবতা শ্যামসুন্দর জিউ এর মন্দির। রয়েছে ঠাকুর দালান। এখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকেন গাইন পরিবারের সদস্যরা। শ্যামসুন্দর জিউ এর মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৮২১ সালে। এখানে রাসমঞ্চ রয়েছে। নয়টি চূড়া রাসমঞ্চ। ধান্যকুড়িয়াতে বৈষ্ণব মত প্রচলিত ছিল। তার ফলে সেখানে রাস মেলা হতে দেখা যায়। **সাউ বাড়ির দুর্গা পুজো:** গাইন ম্যানসনের উষ্টোদিকে রয়েছে সাউ বাড়ি। সেখানকার দরজা খিলান করিহিয়ান স্তম্ভ। সেখানে কাচের নকসা। প্রায় পতিত চন্দ্র সাউ এই কাচ নিয়ে এসে প্রসাদের কক্ষে লাগিয়ে সৌন্দর্যকে আর সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। কাচের খিলান সব সময়ে দর্শকদের জন্য খোলা থাকে। এখানে সাউ পরিবারের গাইন বাড়ি রয়েছে। সুন্দর ঠাকুর দালানও রয়েছে। সেখানেই মা দুর্গা পূজিত হয়ে থাকেন। বাড়ির মহিলারা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। আগেকার সময়ে বাড়ির মহিলাদের বাইরে আসা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল সেটা আর আজকে নেই। সবই উঠে গিয়েছে। এখন বাড়ির মহিলারা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে এবং গাইন এবং বল্লভ বাড়ির পুজোর দল বেধে দেখতে যায়। সেই সময়ে গাইন সাউ বাড়ির মহিলা থেকে শুরু করে বল্লভ বাড়ি মহিলারা একেবে বেশ খানিকক্ষণ সমন্বয় করে আড্ডা জমায়। তবে বেশিক্ষণ আড্ডা দিতে পারে না মহিলারা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁদের বাড়িতে নিজস্ব মা দুর্গা পুজো রয়েছে। রয়েছে আরতি থেকে শুরু করে পরবর্তী আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন। তবে বিজয়া দশমির পরে এই বল্লভ, গাইন এবং সাউ পরিবারের মহিলারা একত্রে মিলিত হয়ে মিষ্টি মুখ করে থাকে। বিজয়ার আর্শিবাদ এবং প্রণাম গ্রহণ করে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পরিবারের পুরুষরাও মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। ঠাকুর দালানে পৌঁছানোর জন্য গর্তগৃহ রয়েছে। সাউ পরিবারের বাগান বাড়িও রয়েছে। টিক একেবারে গাইন পরিবারের বাগান বাড়ির মতোই সুন্দর। সাউ পরিবারের দুর্গা পুজো বেশ জাঁকজমক করে হয়ে থাকে। আগে বহু



বহু প্রজারা ওপার বাংলা থেকে উপস্থিত হতো। তারা সাউ পরিবারের জমিতে এই চাষিরা চাষবাস করতো। তাদের জন্য অন্ন এবং নতুন বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। সাউ চাষিরা কোনও সময়ে দুঃখ পাক এটা একেবারে পছন্দ করতো না। **বল্লভ বাড়ির দুর্গা পুজো:** বল্লভ ম্যানসন রয়েছে সাউ ম্যানসনের পিছনের দিকে। সেখানে একটি পুকুর রয়েছে। এই বল্লভ ম্যানসনটি নির্মাণ করেছিলেন শ্যামাচরণ বল্লভ। গাইন ম্যানসন যখন নির্মাণ শুরু করা হয়েছিল তখনই বল্লভ ম্যানসন তৈরি করা হতে থাকে। বল্লভ হাউসের ছাদের করিডরে রয়েছে বিভিন্ন পুতুল। এই সব পুতুলের ইতিহাস রয়েছে। এই সব পুতুলের চেহারা অনেকটা সিপাহিদের মতো। তারা বল্লভ বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করতো। তাদের দেখেই পুতুল শিল্পীরা পুতুল তৈরি করে ছাদের কার্নিসে রেখে দিয়েছে। তারাই এই বল্লভ ম্যানসনকে রক্ষা করতো বলে স্থানীয় প্রবাদ আজও চালু রয়েছে। এখানে একটি রাসমঞ্চ রয়েছে। সেখানে রাস পূর্ণিমার দিনে মেলা বসে আজও। বল্লভ পরিবারের মহিলারাই দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকে। দেবী প্রতিমা ভাসান দেওয়া হয়। বল্লভ হাউসে তিন তলা টাওয়ার রয়েছে। এই টাওয়ার থেকে রক্ষীরা বল্লভ বাড়িকে পাহারা দিত।

টাকি রায়চৌধুরীদের বাড়ির দুর্গা পুজো: টাকির রায়চৌধুরীদের বাড়ির দুর্গা পুজো বহু প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। টাকির চারদিকে এই পুজোর সুনাম রয়েছে। এমনকী কলকাতার বহু দর্শনাথীরা টাকিতে গিয়ে থাকে সেখানকার জমিদার বাড়ির পুজো দর্শন করতে। এই পরিবারের পুজো আজও সেখানকার মানুষদের অনুশ্রাণিত করে থাকে। ভারতের শ্রান্ত সেনা প্রধান শঙ্কর রায়চৌধুরী এই পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। এই পরিবারের বহু সদস্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং

ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার অমল রায়চৌধুরী এই পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। এই টাকির জমিদারদের সুনাম শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এই পরিবারের সুনাম সারা ভারত জুড়ে ছিল। বিচারপতি সলিল রায়চৌধুরী এই পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতায় থাকতেন। তবে পুজোর সময়ে তিনি টাকিতে চলে যেতেন তাঁর পারিবারিক পুজোয় অংশ গ্রহণ করতে। পূর্বের বাড়ির দুর্গা পুজো আজও বিখ্যাত। টাকিতে এই পূর্বের বাড়ির দুর্গা বিসর্জন হওয়া পরে অন্যরা দেবী বিসর্জন দেওয়ার অধিকার পায়। জমিদার বাড়ির ঠাকুর আগে বিসর্জন হবে তারপরে অন্য ঠাকুর বিসর্জন দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত। আগে এই রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে বলি প্রথা চালু ছিল। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী এই পরিবারের একজন সদস্য। ১০৮ টি হাগল এবং একটি মোষ বলি দেওয়া হতো। তারপরে বলি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হাড়িকাঠ এখনও রয়েছে। সেখানে চালকুমড়া বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময়ে এই বলি দেওয়া হয়। জমিদরা বাড়ির দালানেই এই ঠাকুর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এখনও বিসর্জনের দিন ২৪ জন বেকারা কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে রাজ বাড়ির ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে জমিদার বাড়ির ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেলে তার পরে অন্যান্য ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে থাকে। প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে দুটি নৌকার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। বাঁশের ওপরে প্রতিমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে ঘাটের মধ্যখানে যেখানে জল থুরে সেখানে গিয়ে দুটো নৌকা সরে গেলে প্রতিমা জলে পড়ে যায়। ইচ্ছামতির বিসর্জন আবার জগত বিখ্যাত। এখানকার দেবী বিসর্জনে দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু দর্শনাথীরা এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার হাল

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার হাল ক্রমশ অবনতিস্ত দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। শিমবঙ্গের শিক্ষা প্রাঙ্গন ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের বিবাদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপালকে অনুপ্রােথ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্চার করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কোনও কথা বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট সাচ কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেই জন্য রাজ্যপাল, রাজ্য সরকার এবং ইউজিসির কাছ থেকে নাম চাওয়া হয়েছিল। সেই নাম জমা পড়ার পরে রাজ্যের কোথায় কি কি বিদ্যে পড়ানো হয় তা জানতে চেয়েছিল। এরই মধ্যে রাজ্যপাল ১২ জন অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে। মামলা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল কোনও উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না। নির্দেশ অমান্য হলে উপাচার্যদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাজ্যপালের অস্থায়ী উপাচার্যরা কাজ চালিয়ে যাবেন

তাতে কোনও বাধা নেই। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ত্রাত্য বসু বলেছেন রাজ্যপালের এখন পদত্যাগ করা উচিত। তিনি আরও বলেন আমি চাইছি রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে আর্চার নিয়োগ করার বিলে সই করুন। সুপ্রিম কোর্ট এদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন রাজ্যপালকে উদ্যোগী হতে হবে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য। রাজ্যের শিক্ষমন্ত্রী বলেন যে আলোচনা টেবিলে বসেই সিদ্ধান্ত মিটেবে বলে আশা করা যায়। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেছেন যা হচ্ছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। তবে কোনও বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরে সে ব্যাপারে রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহল থেকে বলা হয়েছে যে ইউজিসির মত গ্রহণ করে উপাচার্য নিয়োগ দ্রুত শুরু করা হোক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহল একই কথা বলেছে। তারাও বলেছেন যে অস্থায়ী উপাচার্য সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তবে স্থায়ী উপাচার্য থাকার খুবই প্রয়োজন। উপাচার্য এবং এদিকে শিক্ষার হাল যে ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে তার কোনও সুরাহা দেখতে পাওয়া গেল না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় দশ হাজার স্কুল উঠে গিয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি শো স্কুল উঠে যাবে ছাত্রাভার। স্কুলে ছাত্ররা এখন আর যেতে চাইছে না।

লোকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাসনে বসাতে হবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ রাজ্যপাল তথা আচার্য মনু করেছিলেন এখানে দুর্নীতি মাফা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এদিকে রাজ্যপাল কলকাতার রাজভবনে আর আসছেন না। সেখান থেকে তিনি বলতে গেলে একন সরে গিয়েছেন। দার্জিলিং রাজভবনে অবস্থান করছেন। উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যার ফলে যা ক্ষতি হয়েছে তার পুনর্বাসন করার জন্য রাজ্যপাল সেখানে উপস্থিত। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার রাজভবনের সমানে ধনী দিতে শুরু করেছেন। একশো দিনের কাজের টাকা চাওয়ায় দাবি তুলে তিনি সেখানে ধনী দিচ্ছেন। এদিকে রাজ্যপাল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা নিয়ে আলোচনা করতে পাহাড়ে তাঁর বাসভবনে আসার কথা বললেন। পাহাড়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা রঙনা দিয়েছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে শিক্ষার হাল যে ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে তার কোনও সুরাহা দেখতে পাওয়া গেল না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় দশ হাজার স্কুল উঠে গিয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি শো স্কুল উঠে যাবে ছাত্রাভার। স্কুলে ছাত্ররা এখন আর যেতে চাইছে না।

করোনা কালে যে রকম ভাবে অন লাইন পড়াশুনা করতে শুরু করে দিয়েছিল তার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে ছাত্র সমাজ। স্কুলগুলিতে এখন অফলাইন ক্লাস শুরু হলেও সেখানে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। উচ্চ শিক্ষার হাল ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে বহু কলেজে আসন ফাঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সব ফাঁকা আসন পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আসলে পড়ুয়ারা এখন আর সাধারণ পড়া করতে চাইছে না। তারা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি পাওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। যার ফলে বহু কলেজের আসনে ছাত্র নেই বলতে গেলে চলে। বিশেষ করে যুব সমাজ কম্পিউটার থেকে শুরু করে প্রযুক্তি বিন্যা প্রশিক্ষণ নেওয়ার দিকে আগ্রহ দিতে শুরু করেছে। যার ফলে একন আর আর্টস সায়েন্স এবং কর্মার্স কোর্সে আসন সংখ্যা পূরণ হচ্ছে না। বিজেপি দলের নেতা শরীক ভট্টাচার্য বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস সবাত্মকে অশিক্ষিত করে রাখতে চায়। সাঁি কমিটিতে রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে আর্চার করার জন্য অপকৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আরও বেশি ভেঙে পড়ে। তবে সুপ্রিম কোর্টের কোনও সায় নেই মুখ্যমন্ত্রীকে আর্চার করানোর ব্যাপারে। রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবেই আর্চার থাকবেন।

হেরিটেজ পঞ্চেতগড় জমিদার বাড়ি

পঞ্চেতগড় জমিদার বাড়ি ১৭ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছিল। উড়িষার আটগড় অঞ্চলে এটি অবস্থিত। সরকারি নথি থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে চৌধুরী মুরারিমোহন দাশমহাপাত্র পরিবারের আদি পুরুষ। ১৭৭৯ সালে সম্রাট ওরঙ্গজেব এই জমিটা দান করেছিলেন। পুটীশপুর অঞ্চল ছিল জমিদারি আলম স্থান। পঞ্চেতগড় জমিদার বাড়িটি তৈরি করে এখান থেকে জমিদারি দেখাশুনা করতেন মুরারি মোহন

দাশমহাপাত্র। এখানে আজও দুর্গা পুজো হয়ে থাকে। এখানে বাড়ির চারপাশে খাল কাটা হয়েছিল জমিদার বাড়িকে সুরক্ষিত করার জন্য। চৌধুরী দাশমহাপাত্র একটি রায়াকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রয়েছে পঞ্চ শিবের মন্দির। মহাপ্রভুর মন্দির জুড়ে রাস পূর্ণিমার দিনে মেলা বসে এখনও। পঞ্চেতগড় জমিদার বাড়িতে একটি মিউজিয়াম রয়েছে।



সেই সময়ে জমিদার বাড়ির ব্যবহৃত জমিদারদের জিনিসপত্র দর্শকরা দেখতে পারেন। ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছিল এই পরিবারের সদস্যরা। তারা হংরেজ সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সম্রাট ওরঙ্গজেবের প্রিয় পাত্রা ছিলেন চৌধুরী মুরারি মোহন দাশমহাপাত্র। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সম্রাট ওরঙ্গজেব খুশি হয়ে

এই জামিদারিটা দান করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতে শুরু করছে জানতে পারা যায় যে তারা এক সময়ে ইংরেজ সরকারকে প্রয়োজন হলে টাকা দিত। তবে ইংরেজ সরকার আবার টাকা ফেরত দিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা তাদের ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতা ইংরেজদের এক সময়ে ব্যবসার প্রাণ কেন্দ্র ছিল।

বাঙালির উৎসবে বাংলার স্বাদ, পুজোয় তৈরি করে ফেলুন মানকচু মুরগির ঝোল সকাল শুরু হোক ওটস চিল্লা খান

বাঙালির উৎসব মানেই পেটপুজো। আর দুর্গা পুজো মানেই লক্ষ্মার আচার। তবে বাঙালির আবার



বাঙালিয়ানাকে নতুন করে উদযাপন করা। তা পোশাকে হোক কিংবা খাবারের পাতে। এ ব্যাপারে ঠাকুমাদিদিদের হাতের রান্না যদি একবার মুখে ওঠে, তাহলে পুজো জমজমাট। বাংলার এমনই রান্না মানকচু মুরগির ঝোলা। কীভাবে বানাবেন? রইল রেসিপি

উৎপাদন-বেশি করে মানকচু,দুটো মুরগি (কেটে পিস কর রাঁ), আঁদা, রসুন, পিঁয়াজ বাটা,হলুদ,কাঁচা লক্ষা,ধনে,জিরে গুঁড়ো,নারকেলের দুধ এক কাপ,তেল ও নুন প্রয়োজন মতো পিঁয়াজ তৈরির পদ্ধতি-প্রথমে সব মশলা দিয়ে মাংস ভাল করে কথিয়ে নিন। এবার মানকচু চৌকো চৌকো করে কেটে নুন আর হলুদ দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে নিন। এরপর কচু থেকে বাড়তি জল বরিয়ে নিন। তারপর জলঝরানো মানকচু মাংসে দিয়ে ভাল করে আবার কথিয়ে নিতে হবে। ওভেনের আঁচ রাখুন মাঝারি। লক্ষ্য রাখুন মাংস যেন ভালো করে সিদ্ধ হয়। মাংস নামানোর আগে নারকেলের দুধ, মুচমুচে করে ভাজা পিঁয়াজ আর কাঁচা লক্ষা উপরে দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাত দিয়ে এই মাংস কিন্তু দারুণ লাগবে। তবে ইচ্ছে করলে পরোটা বা রুটি দিয়েও খেতে

গরম ভাত ছাড়া চলে না। তার সঙ্গে এই স্পেশ্যাল মুরগির ঝোল জাস্ট জমে যাবে।



খেতে দারুণ, আবার স্বাস্থ্যকরও, সকাল শুরু হোক ওটস চিল্লা খান
ভাল হওয়ায় জন্য ভাল থাকা প্রয়োজন। আর তার জন্য কী চাই? অবশ্যই ভাল খাবার। যাতে শরীর হয় চাঙ্গা, থাকে সুস্থ। সারা দিন কতটা ভাল খাবেন, তা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সকালের খাবারটি স্বাস্থ্যকর আবার সুস্বাদু হতেই পারে। উলটে পালটে ভেজে নিন। তৈরি সহজ একটি রেসিপি। আবার তৈরি করতেও বেশি সময় লাগে না। সকালে উঠে ঘুম চোখেই করে নিতে

পুজোর মেনুতে থাকুক বাদাম চিংড়ি, দেখে নিন বানাবেন কী ভাবে চায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ‘চাঁ’ বলতে লেমন কর্ন

পুজোর ঢাকে কাচি পড়তে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। আর বাঙালির উৎসব মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। সারা বছর যাই খাওয়া হোক না কেন, পুজোর চারদিন রকমারি খাবেন! এ বছর পুজোর একটা দিনের মেনুতে রাখুন বাদাম চিংড়ি। সাদা ভাত, পোলাওয়ের সঙ্গে দারুণ জমবে। বাদাম চিংড়ির উপকরণ ২০০ গ্রাম মাঝারি সাইজের চিংড়ি, ২ টেবিল চামচ চিনাবাদাম, ১ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, ১ চা চামচ আদা বাটা, লক্ষা গুঁড়ো পরিমাণমতো, আধা কাপ টক দই, গোটা গরম মশলা (খেঁতো করে রাখবেন), আধা চা চামচ ঘি, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি, রান্নার জন্য সাদা তেল। বাদাম চিড়ি তৈরির পদ্ধতি চিড়িগুলো



ফুটে কমে এলে এবং ওপরে তেল ভেসে উঠলে, এতে ঘি মিশিয়ে দিন।



কেটে ভালো ভাবে গুয়ে জল বরিয়ে নিন। চিনাবাদাম কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর মিল্লিতে মিহি করে বেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে বেঁটো নিন। কড়াইতে তেল গরম করে খেঁতো করা গরম মশলা ফোঁড়ন দিন। ফোঁড়ন থেকে সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ বাটা ও আদা বাটা দিয়ে ভাজতে থাকুন। আদা পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ না যাওয়ার পর্যন্ত ভাজুন। এবার লক্ষা গুঁড়ো আর অল্প জল দিয়ে মশলাটা কথিয়ে নিন ভালো ভাবে। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে চিড়িগুলো দিয়ে আরও মিনিট দুয়েক কথিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন, চিনি দিয়ে লেবন। এর পর বাদাম বাটা দিয়ে

ততক্ষণ কষাতে থাকুন, যতক্ষণ না বাদামের কাঁচা গন্ধটি চলে যায়। টক দই অল্প জলে ফেঁটিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন। গ্রেভি ফুটে

চায়ের আসরে ভুট্টা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন স্বাস্থ্যকর অথচ মুরোরোচ খাবার লেমন কর্ন। দেখে নিন রেসিপি। লেমন কর্ন তৈরির উপকরণ ২৫০ গ্রাম ভুট্টা, ১ চা চামচ ওরোগানো, ২ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস, পরিমাণমতো জল, ২ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার, ১ চা চামচ পেপরিকা, পরিমাণমতো গোলমরিচ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, পরিমাণমতো সাদা তেল। লেমন কর্ন তৈরির পদ্ধতি ভুট্টাগুলি নুন জলে সিদ্ধ করে নিন খানিকক্ষণ। তারপর গরম জল বরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে সেদ্ধ ভুট্টা গুয়ে ফেলুন। ভাল ভাবে জল বরিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। একটি বাটিতে কর্ন ফ্লাওয়ার, পাতিলেবুর রস, ওরোগানো, পেপরিকা, গোলমরিচ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং অল্প জল দিয়ে

ভাল করে ফেঁটিয়ে নিন। এই মিশ্রণে সেদ্ধ ভুট্টা মিশিয়ে নিন। ফ্রাই প্যানে তেলে গরম করতে বানান। তেল ভাল মতো গরম হলে ভুট্টাগুলো দিয়ে দিন। গোম্বেন ব্রাউন রঙ না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে তেলে বরিয়ে টিসু পেপারে তুলে নিন। টিসু পেপার ভুট্টার অতিরিক্ত তেল শুষে নেবে। একটি পাত্রে ভাজা ভুট্টাগুলো সাজিয়ে নিন। এর উপরে পাতিলেবুর রস ও লবণ ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। এর সঙ্গে পেঁয়াজ স্লাইস করে কেটেও দিতে পারেন।

লখনউ ডিভিশনের পিপিগঞ্জ এবং ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে গোরখপুর এক্সপ্রেসের স্টপেজ উদ্বোধন



গোরখপুর, ৭ অক্টোবর : ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, উত্তরপূর্ব রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের পিপিগঞ্জ এবং ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন নং ১৫০৬৯১। ১৫০৭০ গোরখপুর-আইশবাগ-

গোরখপুর এক্সপ্রেসের স্টপেজ উদ্বোধন উপলক্ষে ০৭ অক্টোবর, ২০২৩, পিপিগঞ্জ এবং ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে, মাননীয় সাংসদ, গোরখপুর শ্রী রবি কিষাণ শঙ্কর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে এখানে ট্রেন থামানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। স্টেশনপিপিগঞ্জ স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় সাংসদ শ্রী শঙ্করা বলেন, পিপিগঞ্জ স্টেশনে ১৫০৬৯১৫০৭০ গোরখপুর-আইশবাগ-গোরখপুর এক্সপ্রেস স্টপেজ দিয়ে আঞ্চলিক মানুষের দাবি পূরণ হয়েছে। ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, মাননীয় সাংসদ শ্রী শঙ্করা বলেন, ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে গোরখপুর-আইশবাগ-গোরখপুর এক্সপ্রেস থামানোর ফলে এখানকার মানুষ গোরখপুর এবং লখনউ যাতায়াতের সুবিধা পাবে। ১৫০৬৯ গোরখপুর থেকে ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে চলমান গোরখপুর-আইশবাগ এক্সপ্রেস ০৪.১৪ টায় পিপিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ০৪.১৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং ০৪.২৭ টায় ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ০৪.২৮ টায় ছাড়বে। ১৫০৭০ আইশবাগ-গোরখপুর এক্সপ্রেস ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে আইশবাগ থেকে চলমান পিপিগঞ্জ স্টেশনে ২২.৫৯ টায় পৌঁছাবে এবং ২৩.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ২২.৪০ টায় ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ২২.৪১ টায় ছাড়বে। এই অনুষ্ঠানে, মাননীয় বিধায়ক, ক্যাম্পিয়ারগঞ্জ জনাব ফতেহ বাহাদুর সিং, চেয়ারম্যান পৌরসভা, পিপিগঞ্জ জনাব লক্ষণ বিশ্বকর্মা এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার জনাব আদিত্য কুমার, অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার অপারেশনস জনাব বিক্রম কুমার, সিনিয়র ডিভিশনাল ডিরেক্টর আঞ্চলিক নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তমী, অষ্টমীতে মেট্রো পূর্বপশ্চিম করিডরে ৭২টি পরিষেবা চালাবে

৭ অক্টোবর : সব প্যাভেল হপারদের জন্য সুখবর! কলকাতা এবং আশেপাশের বিখ্যাত দুর্গাপুজা দেখতে সকলের সুবিধার্থে পূর্বপশ্চিম করিডরে মধ্যরাত পর্যন্ত মেট্রো রেল পরিষেবা চালাতে চলেছে। পূর্বপশ্চিম মেট্রোর পুজোর সময়সূচী নীচে দেওয়া হল, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মেট্রোর সুবিধার জন্য সপ্তমী (২১.১০.২৩), অষ্টমী (২২.১০.২৩) এবং নবমী (২৩.১০.২৩) তারিখে পূর্বপশ্চিম মেট্রো (গ্রিন লাইন) তে ৭২টি (৩৬ পূর্ববাউন্ড ৩৬ পশ্চিমগামী) পরিষেবা চলবে। ১১.৫৫ ঘট্টা থেকে মেট্রো যাত্রীরা। ০০.০০ ঘট্টা পর্যন্ত। এই করিডারে ২০ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো পাওয়া যাবে। প্রথম পরিষেবা ১১.৫৫ টায় শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ও পর্যন্ত। সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ১২.০০ টায়। শেষ পরিষেবা- শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত ২৩.৩৫ টায়। সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ২৩.৪০ টায়। দশমীতে মেট্রো দশমীতে (২৪.১০.২৩), অষ্টমী (২২.১০.২৩), নবমী (২৩.১০.২৩) এবং দশমীতে (২৪.১০.২৩) বেগুনি লাইন সপ্তমীতে (২১.১০.২৩), অষ্টমী (২২.১০.২৩), নবমী (২৩.১০.২৩) এবং দশমীতে (২৪.১০.২৩) বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা প্রসারিত কোনও পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে না।

রসনা

পারবেন। এর জন্য কী করতে হবে? প্রথমে কড়াই বা ননস্টিক প্যান নিন। তা যেন শুকনো হয়। জল থাকলে আগে থেকে হালকা আঁচে দিয়ে অল্প গরম করে নিন। তাতে সমস্ত জল শুকিয়ে যাবে। এবার ওই কড়াই বা প্যানে ওটস দিয়ে রোস্ট করুন। খেয়াল রাখবেন ওটস যেন পুড়ে না যায়। একটি শতক হলেই গ্যাস বা ইনডাকশন বন্ধ করে দিন। এবার রোস্ট করা ওটস গুলো মিল্লিতে গুড়ো করে নিন। এটি অপশনাল। কেউ এমনি ওটস পছন্দ করেন কেউ আবার এমন রোস্ট করে গুড়ো ওটস। সে যাই হোক, এবার বাকি উপকরণের পালা। যেভাবে ওটস পছন্দ করেন তা একটি বাটিতে নিন। তাতে টকদই, পিঁয়াজ



কুচি, কাঁচালক্ষা কুচি, আদাবাটা, জিরে গুঁড়ো, টম্যাটো কুচি ভাল করে মিশিয়ে নিন।এবার এই মিশ্রণে স্বাদ মতো নুন আর চিনি দিন। তা প্রায় তিরিশ মিনিট মতো রেখে দিন। বাস ব্যাটার রেডি। তিরিশ মিনিট বাদে ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল বা মাখন দিন (যেটা পছন্দ করেন)। ব্যাটার দিয়ে ছড়িয়ে রুটির মতো করে দিন। উলটে পালটে ভেজে নিন। তৈরি ওটস চিল্লা। গরম গরম পরিবেশন করুন আর সব বা আচার, যা পছন্দ তাই দিয়ে খেয়ে নিন।

সিকিমে জীবন স্বাভাবিক করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করছে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর : সিকিমের মানুষের জীবন স্বাভাবিক অবস্থায়



কিরিয়ে দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সিকিমের

বিপর্যযকে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কুমার মিশ্র সিকিমের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও উর্ধতন সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। শনিবার রাজধানী গ্যাংটকের তালিশিং সচিবালয়ে, আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, এই বিপর্যয় সিকিমের মানুষের জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। বিপর্যয়ের ফলে রাজ্যের মানুষ রান্ধা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জল, পরিকাঠামো, খাদ্যদ্রব্য সহ বহুবিশ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। সিকিমের পরিস্থিতি আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিপর্যয়ের পর থেকেই সিকিম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

হরিয়ানার নুহতে দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত ৪

নুহ, ৭ অক্টোবর : হরিয়ানা জেলার নুহ শহরে দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার নুহ শহরের কু ভলি মানেসার পালওয়াল (কেএমপি) এক্সপ্রেসওয়েতে কল্যা বোবাই একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি ভাঙা ট্রাকের সংঘর্ষ বাঁধে। এই দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয় এবং তৃতীয় একটি ট্রাক সংঘর্ষের

ফলে ফ্লাইওভার থেকে পড়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের দেহ উদ্ধার করে।শনিবার সকালে নুহ শহরের রোজকা মেও থানা এলাকার এক্সপ্রেসওয়েতে দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে অনেক টেক্সি করে দেহগুলি ট্রাকের ভেতর থেকে বের করে। ভাঙা ট্রাক দুটিকে ক্রেনের মাধ্যমে সরানো হয়েছে।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ও একলাথি স্টেশনে হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ

মালিগাঁও, ০৭ অক্টোবর : রেল ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৭১৩ (শিয়ালদহ-আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস এবং ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৭১৪ (আগরতলা-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের ইহ মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে একলাথি স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৬৩১৩১৬৪ (শিয়ালদহসহরাসাশিয়ালদহ) হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নিউ ময়নাগুড়ি জয়ন্তকুমার রায়। অক্টোবর ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে একলাথি স্টেশনে নতুন স্টপেজের সাথে হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের শ্রুত সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) শ্রী খগেন মুর্মু। এই কর্মসূচিগুলিতে ডিভিশনের সিনিয়র রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন নং. ১৩১৭১৩ (শিয়ালদহ-আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে



১১২৬ ঘটীয় পৌঁছবে এবং ১১২৮ ঘটীয় রওনা দিবে। কেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৭১৪ (আগরতলা-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ

ময়নাগুড়ি স্টেশনে ০৬০৫ ঘটীয় পৌঁছবে এবং ০৬০৭ ঘটীয় রওনা দিবে। ট্রেন নং. ১৩১৬৩১ (শিয়ালদহসহরাসা) হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেনটি একলাথি স্টেশনে ০৫.০৪ ঘটীয় পৌঁছবে এবং ০৫০৬ ঘটীয় রওনা দিবে। কেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৬৪ (সহরাসাশিয়ালদহ) হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেনটি একলাথি স্টেশনে ২১৫৮ ঘটীয় পৌঁছবে এবং ২২০০ ঘটীয় রওনা দিবে। সরলিষ্ট অক্ষগুলির যে সমস্ত যাত্রী রাজ্যের রাজধানীতে যাওয়াআসা করেন তাদের জন্য এই দুটি ট্রেনের নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনোটিসিএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেরও অধিষ্টিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১০০ মেডেল ভারতের, ইতিহাস গড়ল ভারত, মন্তব্য দ্রৌপদী মুর্মুর



নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ভারতের ১০০ মেডেল প্রাপ্তিতে সমগ্র ভারতীয় দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডলে লিখেছেন, এশিয়ান গেমসে প্রথমবার ১০০টি পদক জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত! আমাদের খেলোয়াড়রা বহুল প্রতীক্ষিত ক্রীড়ামাইলফলকে পৌঁছানোর জন্য অসাধারণ উৎসর্গ, দক্ষতা এবং চরিত্র দেখিয়েছে। সর্বোত্তম কৃতিত্বের জন্য ভবিষ্যতে আরও উচ্চতর কৃতিত্ব অর্জন করুন। এর আগে রষ্ট্রপতি লিখেছেন, ভারতীয় পুরুষ হকি দল এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছে। তার দূর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য দলকে অভিনন্দন! আসন্ন ইভেন্টগুলির জন্য ভারতীয় দলের সদস্যদের শুভেচ্ছা।

কানাডায় ভেঙে পড়ল ছোট বিমান

অটোয়া, ৭ অক্টোবর : কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের চিলিওয়াক বিল্ল্যাবে আরও উচ্চতর কৃতিত্ব অর্জন করুন। এর আগে রষ্ট্রপতি লিখেছেন, ভারতীয় পুরুষ হকি দল এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছে। তার দূর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য দলকে অভিনন্দন! আসন্ন ইভেন্টগুলির জন্য ভারতীয় দলের সদস্যদের শুভেচ্ছা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর যানানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে যানানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহারের মতো প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এই মন্তব্য কলসেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, প্রতিটি রাজ্যে জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এমনকি নির্বাচনেও দলগুলি রাজ্যগুলিতে জাতিগত জনগণনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সরকারের কাছে সমাজের তথ্য থাকা উচিত যাতে সেই অনুযায়ী নীতি তৈরি করা যায়। যারা এর বিরোধিতা করছেন, তাদের উচিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আবেদন করা এবং এটি সারা দেশে করা উচিত। তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, বিহারে জাতিগত জনগণনা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং বিহারই প্রথম রাজ্য উঠেছে যেখানে জনসংখ্যার বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। আমি খুশি যে অন্যান্য রাজ্যও এটি করতে যাচ্ছে। যাইহোক, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর করা উচিত ছিল কারণ ভারত সরকারের জনগণনা পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে।

ভ্রাম্যমান রান্নাঘর পরিষেবা চালু করছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের

ভোপাল, ৭ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশ সরকার ভ্রাম্যমান রান্নাঘর পরিষেবা চালু করছে। এই প্রকল্পের নাম ‘দীনদয়াল উপাধ্যায় রাসেই যোজনা’ । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, ৫ টাকায় দরিদ্রদের ভরপেট খাওয়ানো। এখন থেকে ভ্রাম্যমাণ রান্নার কেন্দ্রগুলিও এই প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হবে। শনিবার স্মার্ট সিটি পার্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং টোহান এই ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর কেন্দ্রগুলির উদ্বোধন করেন। বর্তমানে, ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার ইন্দোর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে ৪টি ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এছাড়া ভোপালে ৬টি এবং জবলপুর এবং গোয়ালিয়রে ২টি করে ভ্রাম্যমান রান্নার কেন্দ্র চালু করা হবে। এগুলি ছাড়াও, পিথমপুর এবং মন্ডিদিপে ১২টি, অন্যান্য মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে একটি করে ভ্রাম্যমান রান্নার কেন্দ্র চালু হচ্ছে। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী টোহান বলেন, ‘আজ আমরা’দীনদয়াল উপাধ্যায় রাসেই যোজনা’র অধীনে ভ্রাম্যমান রান্নাঘর কেন্দ্র চালু করছি। এখন থেকে আর কোনও দরিদ্র ভাইবোনেরের খাওয়ার জন্য কোথাও যেতে হবে না। আপনি যেখানেই থাকবেন খাবার সেখানেই পৌঁছে যাবে, আর এই খাবারের জন্য আপনাদের মাত্র ৫ টাকা মূল্য দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী টোহান। শ্রমিক ভাইবোনদেরও এখন থেকে এই যোজনার অধীনে ভাল মানের খাবার পাবেন। একজন দরিদ্র যদি পর্যাণ্ড খাবার পায় তাহলে তার আত্মাও তৃপ্ত হয়, এর চেয়ে বড় পূণ্য আর কিছুই নেই।

গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরে মহিলা সহ ছয় মাদক কারবারি গ্রেফতার

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর : গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরে মহিলা সহ ছয় মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত ৯টি খালি কন্টেইনার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৩০টি কন্টেইনার থেকে ৮-৭.৪ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিনোদ মেধি, মার্শাল সুটিং, রাজ থাপা, বিকি লিংডো, জনক এবং সাহারা বেগম বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ধরেন সোনাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য এক খবরের ভিত্তিতে আজ শনিবার সকালে গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরের আমতলাবস্তিতে মাদক বিরোধী

হামাস গোষ্ঠীর হামলায় মৃত্যু ২২

গাজা, ৭ অক্টোবর : প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ধারাবাহিক হামলার জবাবে এ বার গাজা ভূখণ্ডে ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ ঘোষণা করল ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দফতরের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, শীঘ্রই উচ্চপদস্থ সেনা অধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে গাজা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠক করবেন তিনি। ইজরায়েলের হামাস জঙ্গিদের হামলায় এখনও পর্যন্ত ২২ জন ইজরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। জন্ম ও আহতের সংখ্যা ২৫০-এর বেশি। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি, কোনও অপারেশন বা রাউন্ডে নয়, যুদ্ধে আছি। আজ সকালে হামাস ইজরায়েল রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে একটি হত্যাকারী আশ্চর্যজনক আক্রমণ শুরু করেছে...শত্রুদের একটি অভূতপূর্ব মূল্য দিতে হবে...আমরা যুদ্ধে আছি এবং আমরা এটি মেনে নেব। গাজায় সক্রিয় হামাস বাহিনী শুক্রবার রাতে ইজরায়েলি দলে এবং বসতি লক্ষ্য করে গাজা থেকে ৫,০০০-এর বেশি রকেট ছুড়েছে বলে নেতানিয়াহু সরকারের অভিযোগ। তাদের দাবি, হামাসের বিশেষ বাহিনী ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’ শুরু করেছে গাজায়।



নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর যানানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে যানানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহারের মতো প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এই মন্তব্য কলসেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, প্রতিটি রাজ্যে জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এমনকি নির্বাচনেও দলগুলি রাজ্যগুলিতে জাতিগত জনগণনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সরকারের কাছে সমাজের তথ্য থাকা উচিত যাতে সেই অনুযায়ী নীতি তৈরি করা যায়। যারা এর বিরোধিতা করছেন, তাদের উচিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আবেদন করা এবং এটি সারা দেশে করা উচিত। তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, বিহারে জাতিগত জনগণনা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং বিহারই প্রথম রাজ্য উঠেছে যেখানে জনসংখ্যার বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। আমি খুশি যে অন্যান্য রাজ্যও এটি করতে যাচ্ছে। যাইহোক, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর করা উচিত ছিল কারণ ভারত সরকারের জনগণনা পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে।

ভ্রাম্যমান রান্নাঘর পরিষেবা চালু করছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের

ভোপাল, ৭ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশ সরকার ভ্রাম্যমান রান্নাঘর পরিষেবা চালু করছে। এই প্রকল্পের নাম ‘দীনদয়াল উপাধ্যায় রাসেই যোজনা’ । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, ৫ টাকায় দ

নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেই শিশুকে অপহরণের অভিযোগ, চাঞ্চল্য ডোমজুড়ে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৭ অক্টোবর : পরিবারের এক নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেই এবার শিশুকে অপহরণের অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার ডোমজুড়ের বানিয়ারায়। জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা বছর পাঁচেকের শিশু রোহন মল্লিকের কোনও খোঁজ মিলছে না। ডোমজুড় থানা ইতিমধ্যেই অপহরণের মামলা শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে। রোহনের পরিবারের অভিযোগ, তাদের এক আত্মীয় রোহনকে অপহরণের পর বিক্রি করে দিয়েছে। ওই শিশুর মা মেনহেনু বেগম অভিযোগ করেন, ভাসুরের ছেলে ওই ঘটনার সাথে জড়িত। শিশুটির পরিবার ডোমজুড় থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে ঘরের কাছ থেকেই ওই শিশুকে অপহরণ করা হয়। যে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ডোমজুড়ের বানিয়ারায় শুক্রবার এসেছিলেন। রোহনকে তার সাথে খেলা করতেও দেখা গিয়েছিল। শিশুর বাবার অভিযোগ টাকার লোভে তার ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। কি কারণে ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শিশুটির খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ধর্গা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ অক্টোবর : শনিবার বিকেলে পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ধর্গা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিনের ধর্গা ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব



রঞ্জন সিনহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুরাতন মালদার পালাপাড়া ধানহাটির গুল্লু মালদা রাজ্য সড়কের উপরে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কুশপুতুলিকা দাহ করে, পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচার হয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন এই কর্মসূচিতে পুরাতন মালদা পৌরসভার পূরপ্রধান কার্তিক ঘোষ জানান, গত কয়েকদিন আগে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা এবং আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লির কৃষি দপ্তরে অভিযান চালানো হয়েছিল রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে, সেই সময় দিল্লির পুলিশ বিজেপি সরকারের ইলায়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এবং তৃণমূল নেতৃত্বের উপর আক্রমণ চালায়, সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।

দুই শিক্ষকের কাছ থেকে লক্ষধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল তমলুকে

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৭ অক্টোবর : ব্যাংক খান্ পাইয়ে দেওয়া ও ক্রেডিট কার্ড বাতিল করে দেওয়ার নামে দুই স্কুল শিক্ষকের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল তমলুকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের মথুরি এলাকার বাসিন্দা আবুল সালাম মল্লিকা পেশায় মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক। সম্প্রতি ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে তার কাছে একটি উড়ো ফোন আসে। ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ওই ব্যক্তি এই মাদ্রাসা স্কুল শিক্ষককে একটি ৫ লাখ টাকা লোন পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেয়। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে হেলথ ইন্সুরেন্স এবং লোন বাবদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা দিয়ে স্বেলেন আবুল সালাম সাহেব। কিন্তু কোনরকম ভাবে কোন ব্যাংক ঋণ পাওয়া যায়নি। এমন অবস্থায় প্রতারণা হয়েছেন বুঝে তিনি তমলুক থানার দায়ন্ত হয়েছেন। অপরদিকে, ওই একই ব্লক এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত আর এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের অব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড বন্ধের পরামর্শ দিয়ে প্রায় ৬ লাখ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের খারুইয়ের পিতুলসাহা এলাকার বাসিন্দা বিজয় কুমার পালা। দুটি রাস্তায়ন্ত ব্যাংকের স্থানীয় কারকটিমা বাজার শাখায় তার একাধিক পৃথক সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এমন অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তার ক্রেডিট কার্ডটি চা বাবদায় করার কারণ জানতে চান। প্রয়োজন না থাকায় এই ক্রেডিট কার্ডটি বিজয়বাবু বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শে সম্মত জানান। সেই মতো তিনি তার মোবাইল আসা একটি ওটপি নাম্বার ওই ব্যক্তির কাছে শেয়ার করে দেন। এরপরেও অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির পরামর্শ মত পরদিন ব্যাংকের শাখায় গিয়ে ট্রানজেকশন ডিএক্সিভ একাউন্টটি একটিভ করে আসেন। এর পরেই তমলুক থানা তিনটি একাউন্ট থেকে দফায় দফায় ৯৬ হাজার ৯৯০১, ১ লাখ ৩১ হাজার ৯৮৫ ও ৪৮,৪৩৯ টাকা নিমেষেই গায়েব হয়ে যায়। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি তমলুক থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। এই বিষয়ে তমলুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শাকিব আহমেদ জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

বেপরোয়া গতি, ভাঙল সিগন্যাল পোস্ট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : মা উডালপুলে ফের দুর্ঘটনা। বেপরোয়া গতিতে ডিভিডডারে ধাক্কা মারল গাড়িরা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়ির চালক। বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে গেল সিগন্যাল পোস্ট। দুর্ঘটনার জেরে মা উডালপুলে যানজট সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। সূত্রের খবর, ফ্লাইওভারে প্রচণ্ড গতিতে একটি বিলাসবহুল গাড়ি আসছিল। পার্ক সার্কাস সেতুন পরিয়েটার সামনে মা ফ্লাইওভারের যে অংশ রয়েছে বা ডিভিডারসনে নিয়ন্ত্রণ হয়েটার রাস্তার মাঝে থাকা ডিভিডিডারে মজ্জারে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যালের পোস্ট উপড়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, ডিভিডিডার থেকে প্রায় ৪-৫ ফুট উঁচুতে উঠে যায় গাড়িটা। ওই অবস্থায় গাড়িটি আটকে আসে। গাড়ির চালকের চালক ছিলেন। রাস্তা দিয়ে পেরেনা অন্যান্য গাড়ির চালকরা গাড়ি থামিয়ে তাকে কোনওক্রমে গাড়ি থেকে বের করেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অফিসাররা আসেন।

বেহাল রাস্তা সমস্যায় পড়েছেন কুঠিরামপুর এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৭ অক্টোবর : ভগবানগোলার অন্তর্গত দুই নম্বর কুঠিরামপুর অঞ্চলে কুঠিরামপুর বটতলা থেকে পুরাতন নওদাপাড়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন থেকে কয়েক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা হওয়ায় জনা পাধর পড়ে আসে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন রাস্তা সংস্কার হয়নি গ্রামবাসীদের দাবি এই রাস্তা এখন পর্যন্ত সংস্কার হচ্ছে না কেন। তার দাবি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য ও ভগবানগোলা বিডিও সাহেবের কাছে। গ্রামবাসীদের দাবি এই রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করা হোক এবং এই রাস্তা দিয়ে রামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোবিন্দ তোলা ভোলানাথ পাশে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাওয়ার সময় জল কাদায় পড়ে গিয়ে জামা কাপড ভিজে যায় এবং স্কুল না গিয়ে তারা বাড়ি ফিরে আসে। এবং এই রাস্তা দিয়ে যাতায়েতের প্রচন্ড অসুবিধা হয় এবং গ্রামবাসীদের দাবি এই রাস্তার সংস্কারের সাথে সাথে এই রাস্তায় জল বের হওয়ায় জন্য ড্রেন করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে রাস্তা পরিষদের সদস্য তাসলিমা খাতুন বলেন রাস্তার মেঝেমতের জন্য টেন্ডার হয়েছে কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাজ শুরু করা যায়নি। তবে খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। এখন দেখায় বিষয়ে এই রাস্তার কাজ কবে শেষ হয়।

রাজভবনে অভিষেকের ধর্গা কর্মসূচিতে আজ যোগ দেবে পূর্ব বর্ধমানের তৃণমূল নেতা কর্মীরা



দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশনাুযায়ী রবিবার রাজ ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ সানিল হতে যাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকোমঞ্চের এনেক্স হলে জেলার সকল এম পি,এম এল এ, ব্লক সভাপতি, ছাত্র যুব সংগঠন সহ বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে এই বিষয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্ধিকুল্লা চৌধুরী, জেলা সভাপতিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লাহোার, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলা তৃণমূলের নেতা দেবু টুডু সহ অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলার সার্থে সর্ব ভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো অবস্থায় কর্মসূচি চলবে। এই অবস্থান কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করতে এক একদিন এক একটা জেলাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে এই অবস্থান কর্মসূচিতে কিভাবে যোগদান করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানান তিনি। তৃণমূল নেতা দেবু টুডু জানিয়েছেন, রবিবার বাকেল তিনটে থেকে রাত নটা পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে জেলার সকল নেতৃত্ব যোগদান করবে। এরই প্রস্তুতি সভা করা হলো। বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন ধামাবেন না। তাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও নির্দেশে যে কোন ধরনের আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত পূর্ব বর্ধমান জেলা।

লটারির টিকিট বিক্রির রমরমা কারবার, অভ্যালে পুলিশের জালে ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ অক্টোবর : ফের জাল লটারি টিকিট বিক্রির রমরমা কারবার। জামুড়িয়া, উখড়ার পর এবার অভ্যালের কাজোড়া সরিয়াডাঙ্গা এলাকায় জল লটারি টিকিট সহ ধরা পড়ল এক বিক্রেতা। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর জাল টিকিট ও নগদ টাকা। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম মাধব মন্ডল। শুক্রবার কাজোড়া মোড় সংলগ্ন সরিয়াডাঙ্গা সব পোস্ট অফিস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে ১০০০ জাল লটারি টিকিট ও ২৩৫০০ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরে রাজ্যজুড়ে ডিম্মার লটারি বিক্রি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ, লটারি বিক্রির নামে সাধারণ গরিব মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে। আর এই টিকিট বিক্রি নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের লটারি টিকিট বিক্রি বড় ধরনের কলেক্টারী। এবার জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার হািশ উঠে এল শিল্পাঞ্চলে। যার কবলে পড়ে দৈনিক হাজার হাজার টাকা খোয়াচ্ছে সাধারণ দিনমজুর পরিবার। গত কয়েকমাস ধরে তাহার আসানসোল- দুর্গাপুরে এই জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি উখড়ার বাজপায়ী মোড় ও বাজপায়ী মিল সংলগ্ন দুটি

লটারি টিকিটের লোকানে হানা দেয় পুলিশ। জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে শেখ জামালউদ্দিন ও উত্তম কুন্ডু নামে দু’জন গ্রেফতার করে পুলিশ। লোকান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর জাল লটারি টিকিট। তার কয়েকটি আদায় গত ৫ জানুয়ারি জামুড়িয়ায় জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে ১০ জন গ্রেফতার হয়। তারপর রানীগঞ্জ, কুলটি, আসানসোল থেকেও কয়েকজন গ্রেফতার হয়। তারপর গত ২১ ফেব্রুয়ারি তারকনাথ দিয়ানী নামে একজনকে লোড়িমহার নতুনডাঙা এলাকা থেকে জাল টিকিট সহ গ্রেফতার করে। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এই জাল লটারি টিকিটের উপনি ভিত্তি কোথায়? কোথা থেকে আসছে এসব টিকিট। কে বা কারা জড়িত? জানা গেছে, বাড়খন্ড থেকে কোন অসাধু চক্রের মাধ্যমে এধরনের জাল টিকিট এরাভো আসছে। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল- দুর্গাপুর, অভ্যাল, জামুড়িয়া এলাকায় রমরমা কারবার শুরু করেছে ওই চক্র। অভিযোগ টিকিটের পুরস্কার উল্লে তার কোন মূল্য পাওয়া যায় না। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জাল লটারি টিকিটের সঙ্গে নগদ ২৩৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মূল চক্রের হািশ জানতে ধৃতকে হেফাজতে নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে গেট মিটিং শুরু হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর : বোনাসের দাবিতে অনড় চা শ্রমিকরা । শুক্রবারের তৃতীয় বোনাস বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর গেট মিটিং শুরু হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে। শনিবার সকালে ডান-বাম বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে গেট মিটিংয়ে শামিল হয়। তাদের দাবি ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে। দাবি মোতাবেক বোনাস না মিললে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে ধর্মঘটের মতন কড়া হুঁশিয়ারি তারা দিয়ে রেখেছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকে কেরাই ও ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চাবাগানে গেট মিটিংয়ে শামিল হয় শ্রমিক সংগঠন গুলির একাংশ। এদিন সকালে থেকেই লুকসান চা বাগানের গেট মিটিংয়ে অংশ নেয় বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টিম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। উপদেষ্টা চুনীলাল মুন্ডা বলেন, ২০ শতাংশ বোনাস শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার।

দ্বারকার জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্থ খড়গ্রামের একাধিক অঞ্চল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : শরতের মেঘগুলো একদিকে চায়ের জমি অন্য়দিকে বাড়িতে জল। সমস্যায় এলাকার মানুষ। বৃষ্টির ফলে দ্বারকা নদের জল আরও বেশি করে ঢুকতে পারে ক্ষতির আশঙ্কায় এলাকার মানুষ। শনিবার খড়গ্রামের সেইসহ ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করতে করলেন খড়গ্রাম বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশিস মার্জিত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আন্তরা বিবি, জেলা পরিষদের সদস্য শশুভ মুখার্জি, পাদাম কান্দি অঞ্চলের প্রধান সহ নেতৃত্বরা । এই বিষয়ে বিধায়ক আশিস মার্জিত বলেন, এলাকার সাধারণ মানুষসহ কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছি। তাছাড়া অনেক বাড়িতেও জল ঢুকছে। যাতে কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি দফতর ও কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

নিয়ম মেনে চলছে নদীয়ার শতাব্দী প্রাচীন ‘বুড়িমা’র পুজো

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ অক্টোবর : কয়েক শতকের পুরনো কথা। সেই সময় দিল্লির মসনদে সম্রাট আকবর। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তার সেনারা দিকে-দিকে ছুটে বেড়াছে। তাঁদের হুক্মারে বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন ছোট ছোট রাজ্যের অনেক রাজারাই। কিন্তু সেই দাপটের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বারোভুঁইয়ারের অন্যতম যশোরের (অধুনা বাংলাদেশের) রাজা প্রতাপাদিত্য। এই খবর শুনে চটে লাল দিল্লির বাদশাহ। সঙ্গে সঙ্গে তলব করেন সেনাপতি মান সিক্কে। আদেশ শনে, যে ভাবেই হোক প্রতাপাদিত্যকে ধরতে হবে, জীবিত হোক বা মৃত। গুপ্তার মাফত খবর পেয়ে চিত্তায় পড়লেন প্রতাপাদিত্য, যুদ্ধ শুরু হলে তার নাবালক পুত্রের মায়িহু কৈ নেবে। রাজার দৃশ্টিস্তা কথা জানতে পেরে দেওয়ান দুর্গারাম চৌধুরী রাজার ছেলের দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানান। এর মধ্যেই মান সিং বিশাল বাহিনী নিয়ে যশোর আক্রমণ করেন। সেই সময় দুর্গারাম রাজার ছেলেকে নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসেন অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার থানারপাড়া থানার ষোড়াদহ গ্রামে। চারদিকে জল আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে নাবালক রাজপুত্রকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। যুদ্ধ শুরু হয়েছে শুনে, দেওয়ান রাজাকে খবর দেন তাঁর ছেলে ভালো আছে। ছেলেকে রক্ষা করার জন্য প্রতাপাদিত্য খুশি হয়ে দুর্গারামকে পাঁচটি মহল দান করেন। পাঁচ মহলের একটির বর্তমান নাম খোঁাদা। জঙ্গলে আত্মপোষন করার সময় দেবী দুর্গার কাছে মানত করেছিলেন, রাজার সন্তানের রক্ষা করে নিরাপদে যেন রাজার কাছ পৌঁছে দিতে পারেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর করা মানত অনুযায়ী, ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে খড়ের চালা ঘরে দুর্গাপুজো শুরু করেন।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা হতেই, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ অক্টোবর : শান্তিনিকেতনে বিশ্ণুভারতী আশ্রমে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা হতেই তপার বিশ্বভারতী কর্তৃ পক্ষ। শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে রাজ্য পূর্ত বিভাগের রাস্তা। আর সেই রাস্তা জুড়ে যানবাহন চলাচলের ফলে বেড়েছে দূষণের মাত্রা। এবার থেকে বিশ্বভারতীর উপাসনা গৃহের সামনে থেকে টোটে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। হেরিটেজ রক্ষা করতে তৎপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। মোটরসাইকেল, সাইকেল বা পায়ে হেঁটে চলাচল করতে কোন বাধা নেই। যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তা তো করেই দিয়েছে রাজ্য সরকার। যেটি শ্যামবাটি থেকে ডিম্মার পার্ক হয়ে ফরটি ধরনের এর কাছে উঠছে। এমন ধরনের আরও পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা হবে না, বলে সূত্রের খবর।

স্ত্রী কে কুপিয়ে খুনের চেপ্তা স্বামীর

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৭ অক্টোবর : স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেটার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর সোনাখালি এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম অমিনা মোল্লা বর্তমানে ক্যামিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী সফিকুল মোল্লা পলাতক। এ বিষয়ে বাসন্তী পানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন আমিনার বাপের বাড়ির সম্পরার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পারিবারিক অশান্তির জেরে বেশ কিছুদিন যাব ঘটনায় স্ত্রীর সঙ্গে বদে পল্প করতে থাকে। তার মধ্যেই অঠাৎ করে আমিনার চিংকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই গৃহধৃকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। এখনে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ক্যামিং মহকুমা হাসপাতালে সন্দস্যার ছুটে এলে পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই গৃহধৃকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। এখনে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ক্যামিং মহকুমা হাসপাতালে সন্দস্যার ছুটে এলে পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই গৃহধৃকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। এখনে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ক্যামিং মহকুমা হাসপাতালে সন্দস্যার ছুটে এলে পালিয়ে যায়।

সিকিমের প্লাবনজলে ক্ষতির সম্মুখীন মাঝিরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : গত বুধবার রাতে সিকিমের মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে সৃষ্টি হয়েছিল প্রবল জলোচ্ছাস। সেই জলোচ্ছাসে ক্ষতি হয় মাল ব্লকের গজলডোবার তিস্তা নদীর গাইড বাঁধেরও। সেই দিনই সন্ধ্যানাপাদ ভেঙে যায় প্রায় ১০০ মিটার গাইড বাঁধ। এরপর বুধবার থেকেই ঘটনাস্থলের সোচ দফতরের আধিকারিক, বিডিও এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা আসতে থাকেন। বৃহস্পতিবার থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভাঙা বাঁধ মেঝামত করার কাজ শুরু করে সোচ দফতর। কিন্তু মাঝিদের সংস্কারে পুজোর আগেই উন্টে গেল হাটি। সিকিমের মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে ঘটা প্রবল জলোচ্ছাস ও তজ্জনিত প্লাবনে বড় সমস্যা হয়েছে গজলডোবার মাঝিদের। বিশেষ করে বাঁা তিস্তার ঝিলে নৌকা করে পর্যটকদের যোরা। কারণ, এই বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় তিস্তা নদীর পাশে যে ঝিল রয়েছে, সেই ঝিলের সমস্ত জল তিস্তা নদীতে গিয়ে মিশেছে। ফলে, শুকিয়ে গিয়েছে বিশালাকার এই বোটিং ঝি়া। তাই ঝিলে নৌকা চালালেও তা কোনও কথাই উঠছে না! আর এতেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন গজলডোবার ব্যবসায়ী থেকে মাঝিরা। জানা গিয়েছে, তিস্তার জলের ধাক্কায় এই বাঁধ খেঙে গেলেও এই ঝিল থেকে তিস্তা নদী কিছুটা নিচে রয়েছে। তাই গাইড বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ঝিলের সমস্ত জল শুকিয়ে যায়। কবে স্বাভাবিক হবে এই ঝিলের জল, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে এলাকার মাঝিরা। গত বৃহস্পতিবার গজলডোবায় আসেন সোচমন্ত্রী পার্থ ভৈমিক। তিনি জানান, দ্রুত বাঁধের কাজ শেষ হবে। তবে যেভাবে বাঁধটি ভেঙে গিয়েছে, তাতে এই বাঁধ ঠিক হতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

কোচবিহারে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : সোনার দোকানে একের পর এক চুরি ঘটনায় ইতিমধ্যেই ভয়াবহ অবস্থিত্তা হয়েছে রাজ্যের। তার কারণ এখন আর শুধুই চুরিতে আটকে নেই। সোনার দোকানে ইতিমধ্যেই হামলা চালিয়ে পরপর গুলির ঘটনাও ঘটেছে। ফের ভু গতে হল কোচবিহারের তুফানগঞ্জের আরও এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ধলপল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছাটীরামপুর বাজার এলাকায় সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। জানা গিয়েছে, তাপস বিশ্বাস নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সকালে পাশের দোকানদার সুকুমল বিশ্বাস দোকানে এসে দেখতে পান। সোনার দোকানের শাটার ভাঙা। তড়িঘড়ি দোকানের মালিকে খবর দেন। খবর চাউর হতেই দোকানের সামনে ডিড জমে যায় দোকানের সামনে। দোকানের মালিক জানান, নগদ ৫০ হাজার টাকা-সহ লক্ষাধিক টাকার সোনা কর্পো নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনা স্থলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। কিছুদিন আগে একইদিনে রাজ্যের দুটি জেলা রানায়াজ ও পুর্নাল্লিয়ায় ২ টি সোনার দোকানে পরপর ডাকাতি ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি-র সেই

আমি মানিক চন্দ্র বর্মন, পিতা প্রয়াত কান্তিক চন্দ্র বর্মন, গ্রাম ও পোস্ট – রামপাড়া, থানা–রোজনগর, জেলা–মুর্শিদাবাদ। আমার দলিল নং. ৯৪১/২০১৫ দানপত্রটি হারিয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে আমি গত ০৬.১০.২০২৩ তারিখে রোজনগর থানায় একটি মিসিং তারিফে করিয়াছি, যার জিডি নং. ২৯৯/০৬.১০.২০২৩। কেঁচ বা কারা যদি পেয়ে থাকেনে ফিরিয়ে দিলে উপকৃত থাকিব।

সেতুর কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. হলএমজি/হিএনজি/৯৩ অফ ০২৩২। নিয়ে উদ্বিগ্নতা কাড়ের জন্য নিয়মসংকরকারি ধারা ই-টেন্ডার স্থানেন করা হয়েছে। আইটেনরে সর্বকৃষ্ণ বিরঞ্চন ডিএনজি/৯৩ অফ ০২৩২। গুজরাট-ত্রিপুরামধ্য টিউনিংএর সঙ্গে ১৮০৭ নং, ১৮০৮ নং, ১৮০৯ নং, ১৮১০ নং, ১৮১১ নং, ১৮১২ নং, ১৮১৩ নং, ১৮১৪ নং, ১৮১৫ নং, ১৮১৬ নং, ১৮১৭ নং, ১৮১৮ নং, ১৮১৯ নং, ১৮২০ নং, ১৮২১ নং, ১৮২২ নং, ১৮২৩ নং, ১৮২৪ নং, ১৮২৫ নং, ১৮২৬ নং, ১৮২৭ নং, ১৮২৮ নং, ১৮২৯ নং, ১৮৩০ নং, ১৮৩১ নং, ১৮৩২ নং, ১৮৩৩ নং, ১৮৩৪ নং, ১৮৩৫ নং, ১৮৩৬ নং, ১৮৩৭ নং, ১৮৩৮ নং, ১৮৩৯ নং, ১৮৪০ নং, ১৮৪১ নং, ১৮৪২ নং, ১৮৪৩ নং, ১৮৪৪ নং, ১৮৪৫ নং, ১৮৪৬ নং, ১৮৪৭ নং, ১৮৪৮ নং, ১৮৪৯ নং, ১৮৫০ নং, ১৮৫১ নং, ১৮৫২ নং, ১৮৫৩ নং, ১৮৫৪ নং, ১৮৫৫ নং, ১৮৫৬ নং, ১৮৫৭ নং, ১৮৫৮ নং, ১৮৫৯ নং, ১৮৬০ নং, ১৮৬১ নং, ১৮৬২ নং, ১৮৬৩ নং, ১৮৬৪ নং, ১৮৬৫ নং, ১৮৬৬ নং, ১৮৬৭ নং, ১৮৬৮ নং, ১৮৬৯ নং, ১৮৭০ নং, ১৮৭১ নং, ১৮৭২ নং, ১৮৭৩ নং, ১৮৭৪ নং, ১৮৭৫ নং, ১৮৭৬ নং, ১৮৭৭ নং, ১৮৭৮ নং, ১৮৭৯ নং, ১৮৮০ নং, ১৮৮১ নং, ১৮৮২ নং, ১৮৮৩ নং, ১৮৮৪ নং, ১৮৮৫ নং, ১৮৮৬ নং, ১৮৮৭ নং, ১৮৮৮ নং, ১৮৮৯ নং, ১৮৯০ নং, ১৮৯১ নং, ১৮৯২ নং, ১৮৯৩ নং, ১৮৯৪ নং, ১৮৯৫ নং, ১৮৯৬ নং, ১৮৯৭ নং, ১৮৯৮ নং, ১৮৯৯ নং, ১৯০০ নং, ১৯০১ নং, ১৯০২ নং, ১৯০৩ নং, ১৯০৪ নং, ১৯০৫ নং, ১৯০৬ নং, ১৯০৭ নং, ১৯০৮ নং, ১৯০৯ নং, ১৯১০ নং, ১৯১১ নং, ১৯১২ নং, ১৯১৩ নং, ১৯১৪ নং, ১৯১৫ নং, ১৯১৬ নং, ১৯১৭ নং, ১৯১৮ নং, ১৯১৯ নং, ১৯২০ নং, ১৯২১ নং, ১৯২২ নং, ১৯২৩ নং, ১৯২৪ নং, ১৯২৫ নং, ১৯২৬ নং, ১৯২৭ নং, ১৯২৮ নং, ১৯২৯ নং, ১৯৩০ নং, ১৯৩১ নং, ১৯৩২ নং, ১৯৩৩ নং, ১৯৩৪ নং, ১৯৩৫ নং, ১৯৩৬ নং, ১৯৩৭ নং, ১৯৩৮ নং, ১৯৩৯ নং, ১৯৪০ নং, ১৯৪১ নং, ১৯৪২ নং, ১৯৪৩ নং, ১৯৪৪ নং, ১৯৪৫ নং, ১৯৪৬ নং, ১৯৪৭ নং, ১৯৪৮ নং, ১৯৪৯ নং, ১৯৫০ নং, ১৯৫১ নং, ১৯৫২ নং, ১৯৫৩ নং, ১৯৫৪ নং, ১৯৫৫ নং, ১৯৫৬ নং, ১৯৫৭ নং, ১৯৫৮ নং, ১৯৫৯ নং, ১৯৬০ নং, ১৯৬১ নং, ১৯৬২ নং, ১৯৬৩ নং, ১৯৬৪ নং, ১৯৬৫ নং, ১৯৬৬ নং, ১৯৬৭ নং, ১৯৬৮ নং, ১৯৬৯ নং, ১৯৭০ নং, ১৯৭১ নং, ১৯৭২ নং, ১৯৭৩ নং, ১৯৭৪ নং, ১৯৭৫ নং, ১৯৭৬ নং, ১৯৭৭ নং, ১৯৭৮ নং, ১৯৭৯ নং, ১৯৮০ নং, ১৯৮১ নং, ১৯৮২ নং, ১৯৮৩ নং, ১৯৮৪ নং, ১৯৮৫ নং, ১৯৮৬ নং, ১৯৮৭ নং, ১৯৮৮ নং, ১৯৮৯ নং, ১৯৯০ নং, ১৯৯১ নং, ১৯৯২ নং, ১৯৯৩ নং, ১৯৯৪ নং, ১৯৯৫ নং, ১৯৯৬ নং, ১৯৯৭ নং, ১৯৯৮ নং, ১৯৯৯ নং, ২০০০ নং, ২০০১ নং, ২০০২ নং, ২০০৩ নং, ২০০৪ নং, ২০০৫ নং, ২০০৬ নং, ২০০৭ নং, ২০০৮ নং,



ধরমশালার স্টেডিয়ামের মতোই সুন্দর জয় সাকিবদের

ধরমশালা, ৭ অক্টোবরঃ ক্রিকেট মাঠও যে দর্শনীয় স্থান হতে পারে, তার অন্যতম উদাহরণ ধরমশালা স্টেডিয়াম। হিম্যাচলে কেউ ঘুরতে গেলেও একবার স্টেডিয়াম দর্শন করে আসেন। ক্রিকেটারদের কাছে এই মাঠের গুরুত্বটা তাহলে কেমন হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানকার পিচ-পরিস্থিতি যেন বুঝে ওঠা কঠিন। ধরমশালা স্টেডিয়ামের পিচ এবং এখানকার পরিবেশ সাধারণত পেসারদের সহায়তা করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নজর কাড়ল বাংলাদেশের স্পিন জুটি বাঁ হাতি স্পিনার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং অফস্পিনার মেহদি হাসান মিরাজ। দ্বিতীয় জেনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল বাংলাদেশ। তামিম অখায় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা ধাপ পেরিয়ে গেলেন সাকিবরা। আফগানিস্তানের পাওয়ার হিটিং বিশ্ব ক্রিকেটে অন্যতম চর্চার



বিষয়। বিশ্বের নানা দ্রাঘাংশইজি লিগে আফগান ক্রিকেটারদের দেখা যায়। তেমনই বোলিংয়েও রশিদ খানের পাশাপাশি উঠে এসেছেন অনেকেই। জাতীয় দলের হয়ে বিপাক্ষিক সিরিজে ভালো পারফর্মও করে। কিন্তু আফগান টিমের ক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রচলিত রয়েছে, ওরা বড় মঞ্চে সাফল্য পায় না। সপ্তা এশিয়া কাপই তার অন্যতম উদাহরণ। এ বারের বিশ্বকাপে বাড়তি নজর আফগান টিমের ওপর। শুরুতেই অবশ্য ধাক্কা। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার হিটিং শুরুও করেছিল আফগানিস্তান। যা দীর্ঘস্থায়ী হল না। রহমানুল্লা গুরবাজ বিশ্বকাপে শুরু করলেও ফিরলেন ৪৭ রানে। তিনি ফিরতেই যাবতীয় দাপট শেষ। বাংলাদেশের বাঁ হাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান ও মেহদি হাসান মিরাজ তিনটি করে উইকেট নেন। অভিজ্ঞ বাঁ হাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমান মাত্র এক উইকেট নিলেও অনবদ্য বোলিং করেন। মাত্র ১৫৬ রানেই আফগান ইনিংসের ইতি রান তড়ায় শুরুতেই ‘জুনিয়র’ তামিমের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। লিটন দাসও নজর কাড়তে ব্যর্থ। দুই ওপেনার ফিরতে দায়িত্ব নেন মেহদি হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। দু-জনেই হাফসফ্লুর করেন। মাত্র ৪ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছয় বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে মিরাজ নিজের ব্যাটিং আর বোলিং নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথমেই তিনি বলেন, “আমার জন্য এটা অসাধারণ এক মুহূর্ত। অতীতে আমি কঠিন পরিশ্রম করছি। টিম ম্যানেজমেন্টকে কৃত্ত্ব দিতে হবে।” মিরাজ এখানেই থামেননি। নিজের বোলিং নিয়ে তিনি বলেছেন, “বোলিংয়ের সময় শুরুতে আমি একটা নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক (সাকিব) আমাকে ঠিক জায়গায় বল ফেলতে বলেছেন এবং ধারাবাহিক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। এটা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তাই অধিনায়ককে কৃত্ত্ব দিতে হবে।”

ক্রিকেটে দ্বিতীয় সোনা, টিম ইন্ডিয়ার ‘জয় হো’ সেলিব্রেশন

হানঝাউ, ৭ অক্টোবরঃ অ্যান্টি-ক্লাইমাক্স! সোনা জিততেই নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। তবে এ ভাবে নিঃসন্দেহে নয়। প্রকৃতির ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফল মেনে নিতেই হবে। এমনিতেও এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ফেভারিট ছিল ভারতই। মেয়েদের ক্রিকেটে সোনা জিতেছিলেন স্মৃতিরা। পদক জিতে জেমাইমা বার্তা দিয়েছিলেন, “আমরা সোনা জিতেছি, তোমরাও এনো!” পুরুষদের দলের ক্যাপ্টেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। কথা রাখলেন ঋতুরাজ। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে একপেশে ম্যাচ জিতেছিল। বৃষ্টিতে ফাইনাল ম্যাচ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই হিসেবে সোনা ভারতের। চিনে স্পিন দাপট! শুরুতে তাই হল। বৃষ্টিতে কিছুটা দেরিতে শুরু হয় ভারত-আফগানিস্তান সোনার পদকের ম্যাচ। বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিং এবং শিবম দুবের ওপেনিং স্পেল। তিন ওভারের মধ্যে জুটিতে ২ উইকেট ভারতের দখলে। এরপরই



স্পিনারদের আক্রমণে আনেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই কিশোর, শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণেই। স্পিনারদের জন্য পিচ থেকে দারুণ সহায়তা। এতেই অর্শদীপ সিং এবং শিবম দুবের ওপেনিং স্পেল। তিন ওভারের মধ্যে জুটিতে ২ উইকেট ভারতের দখলে। এরপরই

উইকেটে মাত্র ২৭ রান তোলে আফগানিস্তান। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে ওয়াশিংটন সুন্দর লেখ টিক রাখতে পারলেন না। নয়তো আরও কম রানই হত। তবে দ্রুতই আফগানিস্তানের পাঁচ উইকেট নিয়ে বিপদে ফেলেছিল ভারত। শাহিদুল্লা কামালের সঙ্গে ইনিংস মেরামত করেন অধিনায়ক গুলবর্দিন নায়েব। ১৬

ওভারে আফগানিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ৮৯-৫। স্লগ ওভারে আরও বেশি রান যোগ করাই লক্ষ্য ছিল গুলবর্দিনদের। ১৮তম ওভারে অর্শদীপকে আনেন ঋতুরাজ। কিন্তু মাঠ ভেজা থাকায় বোলারদের পক্ষে বল গ্রিপ করাই চাপের হয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টির তেজ বাড়তে থাকায় দ্রুত মাঠ ঢাকতে হয়। সে সময় ১৮-২ ওভারে আফগানিস্তানের স্কোর ছিল ১১২-৫। ভারতীয় সময় দুপুর ২.১৫ নাগাদ ঘোষণা হয়, স্থানীয় সময় ৫.১৮-এর মধ্যে খেলা শুরু করা না গেলে পরিত্যক্ত ঘোষণা হবে। অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচের জন্য এটি কার্ট-অফ টাইম। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২.৩৮-এর মধ্যে ম্যাচ শুরু করতে হত। কিন্তু এর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, মাঠ ঢাকা। শেষ অবধি ভারতীয় সময় ২.৩৪ নাগাদ ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়। এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, অহিসিসি ক্রমতালিকায় এশিয়ার শীর্ষ দল জিতবে। ভারত এশিয়ার শীর্ষ দল, প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই হিসেবে সোনা জয়ী।

এশিয়ান গেমসে সোনার মঞ্চে ‘লে পাঙ্গা’! ভারতের বুলিতে ১০০ পদক

হানঝাউ, ৭ অক্টোবরঃ ‘ইস বার ১০০ পার...’ এটাই ছিল এ বারের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিটদের উদ্ভূত করার জন্য অন্যতম স্লোগান। ১৯তম এশিয়ান গেমসে ভারতের অ্যাথলিটদের পারফর্ম করতে দেখা গেল ৪১টি ইভেন্টে। একের পর এক অ্যাথলিটের হাত ধরে সাফল্য আসতে আসতে এশিয়ান গেমসে হল পদকের সেধুখ। ভারতের মেয়েদের কবাডি টিমের হাত ধরে সোনা জিততেই এশিয়াড থেকে ভারতের ১০০ পদকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে গেল। ১৯তম এশিয়ান গেমসের ১৩তম দিনে ভারতের ১০০ পদক পূর্ণ। শনি-সকালে আচার্যিতে পরপর চার পদক এসেছে। এরপর মেয়েদের কবাডিতে সোনা আসতেই ভারতের ১০০পদক পূর্ণ হয়ে গেল। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের কবাডিতে ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল চাইনিজ তাইপো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। শেষ অবধি ২৬-



২৫ ব্যবধানে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে কবাডিতে সোনা জিতেছেন ভারতের মেয়েরা। মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে কবাডিতে সোনা জিতেছে ভারতীয় মহিলা টিম। চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে ফাইনালের লড়াই খুব কঠিন ছিল। কিন্তু শেষ হাসি কোটে ভারতের মেয়েদের মুখে। এই নিয়ে এশিয়ান গেমসে তৃতীয় বার সোনা জিতল ভারতের মেয়েরা। এর আগে জার্কাতা এশিয়ান গেমসে রুপো পেয়েছিল ভারতীয় মহিলা কবাডি টিম। এই প্রথম বার এশিয়ান গেমসে ১০০ পদক অর্জন করল ভারত।

কবাডিতে অষ্টম স্বর্গে ভারত, ঝামেলা ও ইরানকে টপকে সোনা পবনদের

হানঝাউ, ৭ অক্টোবরঃ তীর ঝামেলা। দুই আশ্পায়ারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এবং এক ঘটনা কোর্টেই গণঅবস্থান। ভারত-ইরান এশিয়ান গেমসের ফাইনাল ম্যাচ চূষ্ণকে এই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভারতেরই প্রাধান্য থাকল। ইরানকে হারিয়ে আবার সোনা জিতলেন পবন সেরাওয়াতরা। সব মিলিয়ে এশিয়ান গেমসে কবাডি থেকে ভারতে এল অষ্টম সোনা। জার্কাতা এশিয়ান গেমসে ভারতের ঐতিহ্য ভেঙে দিয়েছিল ইরান। সেই ইরানিদের হারিয়ে জয় বাড়তি তৃপ্তি দিল ২৮তম সোনার গল্পে। ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র চলছিল ভারতের। দ্বিতীয়ার্ধে শেষ দিকে ২৮-২৮ স্কোর ছিল। পবন রেইডে গিয়েছিলেন ইরানের বজ্জে। তখনই ঝামেলার সূত্রপাত। ইরানের বাস্তমি ভারতের পবনকে ট্যাকল করার সময় কোর্টের বাইরে চলে



প্রতিপক্ষ টিমের প্লেয়ারকে ছুঁয়ে ফেলেন, তা হলে বিপক্ষ টিমের প্লেয়ারকে নট আউট দিতে হবে। দুই আশ্পায়ার প্রথমে ভারতের রেইডের পয়েন্ট ইরানকে দিয়ে দেন। ভারত প্রবল ভাবে প্রতিবাদ

করে। ইরানও পাল্টা প্রতিবাদ জানায়। নিয়ম ভারতের পক্ষেই ছিল। তা সত্ত্বেও ওই পয়েন্ট দুই টিমের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। একঘণ্টা কোর্টেই কার্যত গণঅবস্থান করে দুই টিম। শেষ পর্যন্ত নিয়মের বই খুলে, রিপ্লে দেখে আশ্পায়াররা ভারতকেই পয়েন্ট দেন। মাত্র ১ মিনিট বাকি ছিল খেলা। ইরান আর ভারতকে টপকাতে পারেনি। ৩৩-২৯এ ম্যাচ জিতে যায়। বিশ্ব কবাডিতে অন্যতম দুই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল ভারত ও ইরান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখনই এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছে। তা কবাডি বিশ্বকাপ হোক বা এশিয়ান গেমস বা দুবাই মাস্টার্সে সর্বত্রই এই দুই দলকে দুরন্ত লড়াই করতে দেখা যায়। এ বারের এশিয়ান গেমসে পুরুষ কবাডির সোনার পদক ম্যাচে সেই লড়াই আবার দেখা গেল।

অজিদের বিরুদ্ধে কি খেলবেন শুভমন? ষোঁয়াশা আরও বাড়ছে

চেন্নাই, ৭ অক্টোবরঃ রবিবার থেকেই বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। যখন ফাইনাল অনুশীলনে মন দিয়েছেন কোহলিরা তখন সাংবাদিক সন্মেলনে এসে এক গুচ্ছ বক্তব্য রাখলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। পরিস্থিতি যাই-ই হোক না কেন, চেহারায তা বোঝার উপায় নেই। কথার মধ্যে খানিক ষোঁয়াশা রেখে জানানলেন, এখনও দল থেকে বাদ যাননি দলের টপ ব্যাটার শুভমন গিল। অজিদের বিপাকে ফেলতে দলের তিন স্পিনারের ভরসা রেখেছেন রোহিত। আর কী

নেওয়া যায়, প্রথম দিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না গিল। অন্যদিকে পিটিআই সুদূরে খবর, শুধু প্রথমদিনের ম্যাচেই নয়, দ্বিতীয় ম্যাচ অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান হাইডোলেটজ ম্যাচেও গিলকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সাংবাদিক সন্মেলনে রোহিতের কথায় কোথাও এর আঁচ পাওয়া যায়নি। তবে কি অজিদের চাপে রান্থেই হিট ম্যানের এই ফর্দ? বোলিং অর্ডার সাজিয়ে ফেলেছেন রোহিত। ডেভিড ওয়ার্নারদের রুখতে দলের টপ তিনি স্পিনার রবীন্দ্র জডেদা, রবিরদ্রন অশ্বিন ও কুলদীপ যাদবকে অস্ত্র হিসেবে



বললেন রোহিত? বিশ্বকাপ যাত্রা শুরুর আগেই ভারতের জন্য বড় ধাক্কা গিলের অসুস্থতা। গিল না থাকলে কে নামবে রোহিতের সঙ্গে, এই নিয়ে তৈরি হয়েছিল ষোঁয়াশা। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওপেনিং-এ ঈশান কিশানকে দেখা যাবে। তবে দল থেকে বাদ যাননি শুভমন। এ বিষয়ে রোহিতের বক্তব্য, “আমরা সবরকম ভাবে চাই গিল ফিরে আসুক। ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। আগের থেকে এখন ভালো আছে। ও মোটেই দল থেকে বাদ যাবেনি।” যদিও প্রথম ম্যাচ নিয়ে ষোঁয়াশাই রেখেছেন রোহিত। তবে ধরেই

ব্যবহার করতে চান তিনি। এই বিষয়ে রোহিতের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাঁর কথায়, “আমাদের দলে যে ধরনের ভারসাম্য আছে, তাতে তিন স্পিনারকেই মাঠে নামাতে পারি। কারণ হার্লিক শুধু অলরাউন্ডার নয়, পেস বোলিং-এও ও নিজেকে পুরোপুরি প্রমাণ করতে পেরেছে। তাই আমাদের চিন্তা নেই।” সাংবাদিক সন্মেলনে বারে-বারে রোহিতের মুখে উঠে এসেছে শুভমনের কথা। শেষে বলেন, “সবার আগে একজন মানুষ হিসেবে চাই ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। ও শারীরিকভাবে ভীষণ ফিট। এ রকমটা হওয়ার ছিল না।”

‘আর্সেনাল ফিরেছে’, লিগ ম্যাচ সামনে রেখে বললেন গুয়ার্দিওলা

লিগ শিরোপার দাবি নিয়ে গত মরসুমে ম্যানচেস্টার সিটির ঘাড়ে শ্বাস ফেলেছিল আর্সেনাল, কিন্তু পরে পথ হারিয়ে বসে লন্ডনের ক্লাবটি। শিরোপা উৎসব করে সিটি। দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার মনে হচ্ছে, এবারও তাদের পথ আগলে দাঁড়াতে পারে আর্সেনাল।

লন্ডন, ৭ অক্টোবরঃ গত মরসুমে বেশিরভাগ সময় লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকলেও শেষ দিকে পথ হারিয়ে ফেলে আর্সেনাল। পরে তাদের টপকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ট্রফেলের বৃত্ত পূরণ করে সিটি। এই মরসুমেও দারুণ ছন্দে আছে আর্সেনাল। এরই মধ্যে সিটিকে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ড জিতেছে তারা। চলতি লিগে দুই অপরাধিত দলের একটিও আর্সেনাল। এমিরেটস স্টেডিয়ামে রবিবার লিগ ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিটি ও আর্সেনাল। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শিরোপাধারীরা ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থকে

তৃতীয় স্থানে আর্সেনাল। এই ম্যাচ সামনে রেখেই আর্সেনার দলের প্রশংসা করেন গুয়ার্দিওলা। “গত মরসুমে আর্সেনাল আমাদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। অতীতে অবশ্য তারা এই পর্যায়ে ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা (শীর্ষ পর্যায়ে) এসে গেছে এবং এই অবস্থানে দীর্ঘদিন থাকবেও। তারা ভালো একটা দল...তাদের পরিষ্কার একটা ধাঁচ আছে। তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়াই করেছিল এবং এখন তারা আবারও একই পথে। আর্সেনাল ফিরেছে।” প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচ সহজ হবে না বলেও শিষ্যদের সতর্ক করে দিয়েছেন গুয়ার্দিওলা। “যখন আমি কিশোর



এবং বার্সেলোনায় ছিলাম, আর্সেনাল সবসময় আমাদের আলোচনায় ছিল এবং তারা আবার স্বরূপে ফিরেছে। এমিরেটসে ম্যাচ খেলা কঠিন লড়াইগুলোর একটি।”

লিগে সবশেষ ম্যাচেই হারের তেতো স্বাদ পেয়েছে সিটি। গত সপ্তাহে উলভারহাম্পটন ওয়াস্তার্সের মাঠে ২-১ গোলে হেরে যায় তারা। গুয়ার্দিওলার মনে হচ্ছে, আসছে ম্যাচেও তাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে নিজেদের মাঠে আর্সেনাল। শিষ্যরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। “উলভস ম্যাচের চেয়ে আর্সেনাল ম্যাচ পুরোপুরি ভিন্ন হবে। প্রথম মিনিট থেকে উলভস রক্ষণাত্মক খেলেছে। আমি মনে করি না, আর্সেনালের মাঠে সেটা হবে। আমাদের মনিয়ে নিতে হবে। আমরা খুব ভালোভাবে পরস্পরকে জানি এবং দেখা যাক, কী হয়।” সবশেষ ১২ লিগ ম্যাচে

আর্সেনালকে হারিয়েছে সিটি। কিন্তু এ ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে মাঝমাঠের নির্ভরযোগ্য সেনানী রদ্রিকে পাচ্ছে না তারা। এসব পরিস্থিতির সঙ্গেও মানিয়ে নিয়ে লড়াইতে হবে গুয়ার্দিওলার দলকে। “আজ আমরা স্টাম্পদের সঙ্গে কথা বলব। আগামীকাল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করব। আগামীকাল প্রস্তুত করব (করবীয়া)। বিশ্বের সেরা দুই-তিন জন হোল্ডিং মিডফিল্ডারের একজন রদ্রি। এটা স্বাভাবিক, তার দলে না থাকা বড় একটা ব্যাপার। কিন্তু অনেক বছর ধরে অনেকের অনুপস্থিতি নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। রবিবার আমরা রদ্রিকে ছাড়াই খেলব।”

